এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ এক মাসে 'নতুন বাংলা'র রূপরেখা আঁকল শুভেন্দুর সরকার

ইউনেস্কোর নাম করে জালিয়াতির অভিযোগ ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে ৩

কলকাতা ১০ জুন ২০২৬ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.06.2026, Vol.19, Issue No. 357, 8 Pages, Price 3.00

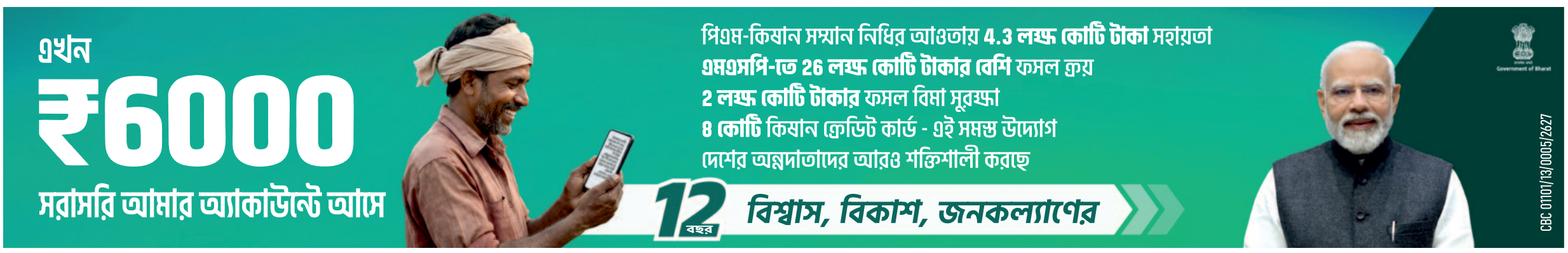

'ধাম' নয় দিঘার জগন্নাথ মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার জগন্নাথ ধাম থেকে 'ধাম' শধ সরানোর সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মঙ্গলবার নবান্নে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি-র বার্তা নিয়ে আসা পুরীর সাংসদ সম্বিত পাত্র-র সঙ্গে বৈঠকের পর এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওডিশা সরকারের পক্ষ থেকে দিঘার জগন্নাথ মন্দির চত্বরের নাম থেকে 'ধাম' শধ প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাবকে সম্মান

জানিয়ে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কমপ্লেক্সটির নাম হবে 'শ্রীশ্রী জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'। তবে যেখানে ভগবান জগন্নাথের পূজাপাঠ হয়, সেই স্থাপত্য 'শ্রী জগন্নাথ দেব মন্দির' নামেই পরিচিত থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি নথি, মন্ত্রিসভার অনুমোদন এবং হিডকোর প্রকল্প অনুযায়ী এটি মূলত একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'ধাম' শধটি যুক্ত করা হয়। তাঁর বক্তব্য, সনাতন সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওই শধটি প্রত্যাহার করা হবে। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হবে এবং ট্রাস্ট কমিটিকেও সিদ্ধান্তের কথা জানানো হবে।

বৈঠকে উপস্থিত সম্বিত পাত্র বলেন, জগন্নাথের যত বেশি মন্দির গড়ে উঠবে, তা সকলের কাছেই আনন্দের বিষয়। তবে সনাতন ধর্মের পরম্পরায় চারটি ধামের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং জগন্নাথ ধাম সেই চার ধামের অন্যতম। সেই কারণেই দিঘার প্রকল্পের নামকরণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আপত্তি ও বিতর্ক ছিল বলে তিনি দাবি করেন। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

■ **দিঘা জগন্নাথ ধামের নাম পরিবর্তন করে 'দিঘা জগন্নাথ মন্দির' করায় স্বাগত জানালেন রাধারমণ দাস। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীজির এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এই বিষয়টি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে এখন থেকে এই মন্দির 'দিঘা জগন্নাথ মন্দির' নামে পরিচিত হবে।'**

শুভেন্দুর বৈঠকে সমন্বয়ের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার নতুন বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক, বিধায়ক এবং সাংসদদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, নতুন সরকার উন্নয়নমূলক কাজে দলীয়-রাজনৈতিক পরিচয়ের বদলে শুধু জনপ্রতিনিধিত্বকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিন জেলার ৩৫ জন বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এদিন বিরোধী শিবিরের দুই বিধায়ক ও কয়েকজন সাংসদও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কাছে এমএলএ মানে এমএলএ। তিনি কোন দলের, সেটা বড় কথা নয়। ভোটের সময় রাজনীতি থাকবে, কিন্তু উন্নয়নের প্রশ্নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' মঙ্গলবারের এই বৈঠকে অংশ নেওয়া এক বিরোধী সাংসদের

মন্তব্যও উদ্ধৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ওই সাংসদ বৈঠকে বলেছিলেন, 'আপনারা আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাই মন খুলে কথা বললাম।' যদিও ওই সাংসদের নাম প্রকাশ করেননি তিনি।

রাজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকারের অধিকাংশ বিধায়কই প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন। একইসঙ্গে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক এবং পুলিশকেও নতুন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হচ্ছে। সেই কারণেই জেলার প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি

আমাদের কাছে এমএলএ মানে এমএলএ। তিনি কোন দলের, সেটা বড় কথা নয়। ভোটের সময় রাজনীতি থাকবে, কিন্তু উন্নয়নের প্রশ্নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
– শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী

সমন্বয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, আগামী ১২ জুন মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরকে নিয়ে পরবর্তী প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবারের বৈঠক থেকে আগের তৃণমূল সরকারেরও কড়া সমালোচনা শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, 'থানাগুলো পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছিল, পঞ্চায়েতগুলো কাটমানির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং পুরসভাতেও পরিষেবা পেতে টাকা দিতে হত।' রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলেও দাবি করেন তিনি।

পূর্ববর্তী সরকারের প্রশাসনিক বৈঠকের ব্যয় নিয়েও সরব হন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, অতীতে এই ধরনের বৈঠকের জন্য বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয় করা হত। বর্তমান সরকারের আয়োজিত বৈঠকে খরচ অনেক কম হয়েছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, 'আমাদের এই বৈঠকে পাঁচ লক্ষ টাকাও খরচ হবে না।'

মঙ্গলবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব) বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ওঁর যেমন প্রতিশ্রুতি ছিল, আমারও প্রতিশ্রুতি ছিল। এখানে কৃতিত্ব নেওয়ার প্রশ্ন নয়, কাজটা সম্পূর্ণ হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।'

কোলাঘাটের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে রাজনৈতিক সৌজন্য, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং ব্যয়ের সংযম, এই তিনটি বার্তাকেই সামনে আনতে চাইল বর্তমানের রাজ্য সরকার। বিরোধী জনপ্রতিনিধিদেরও উন্নয়নমূলক আলোচনায় সমান গুরুত্ব দেওয়ার দাবি করে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত তৈরী করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এবার শ্রীঘরে প্রাক্তন কারামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার রাজ্যের আরও এক মন্ত্রী। এবার প্রাক্তন কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে সরকারি ত্রাণসামগ্রী মজুত করার অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত্র তাঁর কৃষ্ণনগরের বাড়িতে ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার ঘিরে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জনরোষের মুখে পড়েন উজ্জ্বল। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন

ধরেই বিভিন্ন সরকারি ত্রাণসামগ্রী তাঁর বাড়িতে মজুত ছিল। অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রীর কৃষ্ণনগরের বাড়ির সামনে একটি গাড়িতে সরকারি ত্রিপল তোলা হচ্ছিল। সেই বিষয়টি নজরে আসতেই অনেকে সন্দেহ করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়রা বাড়ির সামনে জড়ো হন। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধু ত্রিপল নয়, কম্বল, সাদা থান-কাপড়-সহ বিভিন্ন ধরনের ত্রাণসামগ্রী পাওয়া গিয়েছে।

মমতার দুয়ারেও সিআইডি তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটে তৃণমূলের কার্যালয়ে পৌঁছে গেল সিআইডি-র দল। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি সংলগ্ন এই কার্যালয়টি। সই-কাণ্ডের তদন্তের সূত্র ধরে মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূলের ওই কার্যালয়ে যায় রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর। সঙ্গে ছিল পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীও। তবে প্রথমেই ভিতরে ঢুকতে পারেনি সিআইডি। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওই কার্যালয়ে থাকা তৃণমূল নেতার সঙ্গে বাদানুবাদের পর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে তারা। প্রায় ঘণ্টা দুই কার্যালয়ের ভিতরে তল্লাশি চালায় সিআইডি।

৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। ঠিকানাটি যেমন তৃণমূলের কার্যালয়, তেমনই একই ঠিকানায় থাকেন মমতাও। বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র বৈঠকে উপস্থিতিত থাকার কারণে মমতা এখন দিল্লিতে। সঙ্গে রয়েছেন অভিষেকও। তার মধ্যেই কালীঘাটে তৃণমূলের কার্যালয়ে গেল সিআইডি-র দল। তারা জানায়, সই-কাণ্ডের তদন্তে তল্লাশি চালাতে এসেছে। আইন মেনেই তারা তল্লাশি অভিযানে এসেছে। ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেতে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে বাগযুদ্ধে জড়ায় সিআইডি। অনেক টালবাহানার পর বিকেল ৪টের কিছু পরে তৃণমূল কার্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে সিআইডি দল।

মঙ্গলবার দুপুরে সিআইডি-র একটি বড় দল কালীঘাটে তৃণমূলের কার্যালয়ে পৌঁছোয়। বাসে করে মহিলা পুলিশকেও নিয়ে যাওয়া হয়। তবে প্রথমে অফিসের বাইরে বেশ কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিআইডি-র দলকে। গেট খুলে বেরিয়ে আসেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা দলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী।

সই-কাণ্ডে মঙ্গলবার কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি সংলগ্ন পার্টি অফিসে তল্লাশি সিআইডির টিমের। ছবি: অদিতি সাহা

ফের সময় দাবি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সই-কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত সময় দিয়েছিল সিআইডি। সেই সময় শেষ হওয়ার আগেই আবার রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগকে চিঠি দিয়ে আরও সময় চাইলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর দিল্লিতে থাকার কথা। আরও জানান, সই-কাণ্ড এবং সিআইডির নোটিস সংক্রান্ত বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। মামলাটি বিচারাধীন।

গত ৩০ মে প্রথম অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে যায় সিআইডি। ১ জুন তৃণমূল সাংসদকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিষেক হাজিরা না-দিয়ে সিআইডির থেকে ১৪ দিনের সময় চেয়েছিলেন।

তবে সিআইডি অভিষেককে সময় দেয়নি। ১ জুন আবার কালীঘাটের বাড়ি গিয়ে সাত দিনের মধ্যে হাজিরার নির্দেশ সংবলিত নোটিস দিয়ে আসে সিআইডি। কিন্তু সোমবারও হাজিরা দেননি অভিষেক।

সোমবারও তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে তৃতীয় নোটিস ধরিয়ে আসে সিআইডি। মঙ্গলবারই হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ সিআইডি-কে চিঠি পাঠিয়ে আবার সময় চেয়েছেন অভিষেক।

'ওদের নেতা এখন মোদী'

কল্যাণের তোপ, কাকলির পালটা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভায় তৃণমূল হাতছাড়া হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অধিকাংশ দলীয় সাংসদই মমতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ অবস্থায় বিদ্রোহীদের নামে 'কুৎসা' করতে নামলেন মমতা-অনুগত সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্রোহীদের বিঁধে তাঁর দাবি, 'ওদের নেতা পাল্টে গিয়েছে। ওদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু ডাইরেক্টলি বলতে পারছে না যে বিজেপি করি।' কল্যাণের আক্রমণের জবাব দিয়েছেন বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম মুখ কাকলি ঘোষ দস্তিদারও।

বিদ্রোহী শিবিরের কেউ যেন নিজেদের তৃণমূল সাংসদ বলে পরিচয় না-দেন, সেই পরামর্শও দেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। মঙ্গলবার সকালে মমতা-অনুগত শিবিরের অপর সাংসদ কীর্তি আজাদকে নিয়ে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে বসেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। সেখান থেকেই বিদ্রোহীদের তোপ দাগেন, 'যদি রাজনৈতিক নৈতিকতা থাকে, যদি সৎ হন, তবে নিজেদের বলবেন না তৃণমূলের সাংসদ।' ওই বিদ্রোহীদের সাংসদ পদ ছেড়ে দেওয়ার জন্যও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি। এ প্রসঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়া বিদ্রোহী সুখেন্দুশেখর রায়ের কথাও উল্লেখ করেন কল্যাণ। সুখেন্দু যে বিদ্রোহী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল এবং দলের দেওয়া সাংসদ পদ উভয়েই ছেড়েছেন, তা বাকি বিদ্রোহীদের কাছে উদাহরণস্বরূপ বলে মনে করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। কল্যাণের ক্ষোভ, বিদ্রোহীদের কারও কোনও অভিযোগ থাকলে তা দলকে চিঠি বা ইমেলে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু এমন কোনও অভিযোগ দলের কাছে জমা পড়েনি বলে মনে করেন কল্যাণ। বিদ্রোহীরা কবে কখন কাকে সেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন, সেই চিঠি বা ইমেলের প্রতিলিপি প্রকাশ্যে আনার দাবি জানান তিনি। এই কথা প্রসঙ্গেই বিদ্রোহী মহিলা সাংসদদেরও নিশানা করেন তিনি।

পিওকেতে পুলিশের গুলি, নিহত অন্তত ৩০ প্রতিবাদী

নয়াদিল্লি, ৯ জুন: নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে আবার উত্তপ্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীর। প্রতিবাদীদের অভিযোগ, রক্ষীরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। তাতে গত কয়েক দিন প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৩০ জন। আহত প্রায় ২০০ জন। যদিও প্রশাসনের দাবি, ১১ জনের প্রাণ গিয়েছে। পাল্টা গোলাগুলি ছুড়েছেন প্রতিবাদীরাও। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আর্থিক দুরবস্থা, প্রশাসনিক আগ্রাসন নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয় সেখানকার নাগরিক সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)। ওই সংগঠনকে প্রশাসন নিষিদ্ধ ঘোষণার পরেই বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে।

এই ঘটনার নিন্দা করেছে ভারত। এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে পুলিশের চরম দমন-পীড়নের খবর মিলেছে, বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী নিহত এবং অনেকে আহত হয়েছেন। এই 'রাষ্ট্রীয় নৃশংসতা'র তীব্র নিন্দা জানাই।

বিক্ষোভের সূত্রপাত রাওয়ালকোটে। সেখানে প্রশাসনের

নিন্দা নয়াদিল্লির

বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান এক ব্যবসায়ী। রক্ষীদের গুলিতে নিহত হন তিনি। তার পরেই গত শুক্রবার জেএএসি-কে নিষিদ্ধ করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রশাসন। দাবি করে, ওই অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ জরুরি। পুলিশ জানায়, তার পরেও রবিবার একটি হাসপাতালের মর্গের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বেশ কয়েক জন প্রতিবাদী। ওই মর্গে রাখা ছিল পুলিশের গুলিতে নিহত আর এক প্রতিবাদীর দেহ।

ওই অঞ্চলের পুঞ্চ সেক্টরের কমিশনার সর্দার ওয়াহিদ খান জানান, হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দমন করতে গুলি চালানো হয়। তাতে প্রাণ যায় ছয় প্রতিবাদীর। পুলিশের দাবি, পাল্টা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলি ও বোমা ছোড়েন প্রতিবাদীরাও। তাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। প্রশাসনের দাবি, গত কয়েক দিনের বিক্ষোভে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৭০ জন আহত হয়েছেন। যদিও জেএএসি সংগঠন এবং প্রতিবাদীদের দাবি, পুলিশের গুলিতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০০-র বেশি। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটে পুলিশ এবং রক্ষী মোতায়েন বৃদ্ধি করেছে প্রশাসন। তল্লাশি অভিযান চলছে। কিছু অংশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অসন্তোষ বাড়ছে বাসিন্দাদের। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নাজেহাল তাঁরা। প্রশাসনের বিরুদ্ধেও আঙুল তুলেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি বার বার উভয়পক্ষকে আলোচনায় বসে বিরোধ মেটানোর আহ্বান জানিয়েছে। তার মধ্যে গত শুক্রবার থেকে উত্তপ্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীর। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'খবর মিলেছে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে পুলিশ চরম দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। অনেকে আহত হয়েছেন। আশা করি পাকিস্তানের এই অপকর্ম ও অপব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জবাবদিহি চাইবে।'

সব্যসাচীর পর ধৃত আর এক কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার আরও এক কাউন্সিলর। বৃদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা প্রতারণা, ভয় দেখানো ও তোলাবাজির অভিযোগে কলকাতা পুরসভার ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই ঘটনায় তাঁর স্বামীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ এই ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৫ ই জুন দায়ের হওয়া মামলার ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে, তোলাবাজির অভিযোগেই সোমবার রাতেই

অভিযোগ সেই তোলাবাজির

গ্রেপ্তার হয়েছে তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। সোমবার বেশি রাতের দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিধাননগর পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সব্যসাচীর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন সল্টলেকের এক ব্যবসায়ী। তোলাবাজির পাশাপাশি হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা চেয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। ওই ব্যবসায়ীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সোমবার রাতে রাজারহাটের রাইগাছি এলাকায় সব্যসাচীর বাড়িতে হানা দেয় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। রাতেই বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তৃণমূল নেতাকে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পরে গ্রেপ্তার করা হয় সব্যসাচীকে। গত কয়েক দিন ধরেই তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম-বর্ষণের ঘটনা দেখা গিয়েছে। মঙ্গলবার বিধাননগর থানা থেকে সব্যসাচীকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়েও সেই দৃশ্য দেখা যায়।

রাজধর্ম, ধৃত দুই পদ্ম নেতা

■ **মারধর, তোলাবাজি, হুমকি, খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার ২ বিজেপি নেতা। মারধর, তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ওবিসি সেলের জেলা সহ-সভাপতি। অন্য দিকে, খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত ক্যানিংয়ের পদ্ম নেতা।**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্যামল বিশ্বাস, ২) শ্রী উৎপল বিশ্বাস, ৩) শ্রী অলোক বিশ্বাস, ৪) শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, সকলের পিতা- মৃত নবদ্বীপ চন্দ্র বিশ্বাস, সাং ও পো:- আড়ংঘাটা, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, মহাশয়গণ, বিগত ইং 18/03/2005 তারিখে IV -30 নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীমত্যা অনুভা বিশ্বাস, স্বামী - মৃত নবদ্বীপ চন্দ্র বিশ্বাস, সাং ও পো:- আড়ংঘাটা, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, মহাশয়া, মৌজা - ৭৭ নং মাজদিয়া, এল.আর খতিয়ান নং - ২৮/১,৭৭/১,৬১৯/১,দাগ নং- ১৪৩০, মোট ০৭ শতক জমি আমমোক্তারকৃত, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- II B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

NOTICE

In The Court of the District Delegate at Kharagpur
Probate case no- 13/2024
Manas Moitra - Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of will executed and registered on 17.07.2007 by smt. Gita Moitra W/O late Binoy Kumar Moitra of Inda, Kharagpur in respect of property described in the Schedule below. It anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of Publication, failing which the case will proceed according to Law.

Schedule of Property.

District-Paschim Medinipur P.S. Kharagpur (Town) Sub - Registry office - Kharagpur, Mouza- Inda J.L. No 232 Interest no 69, sabek plot No-165, Hal plot No-221 Area = 05 decs, together with one double storeyed pucca house and all movale properties therein.

By Order Nur Huda Mondal
District Deligate Kharagpur
Sub-Division Court Paschim Medinipur

POWER OF ATTORNEY

We, 1) Sri Jitendra Kumar Sanyal, 2) Smt. Maya Sanyal and 3) Smt. Chaya Sanyal, the son and daughters of late Bejoy Kumar Sanyal, all are in residents at 183, Jawpur road, (Sahid Hemanta Kumar Basu Sarani), Kolkata - 700074, Police Station - Dum Dum, do hereby nominate, Constitute and appoint our brother Sri Ajit Kumar Sanyal son of late Bejoy Kumar Sanyal as him lawful Constituted Attorney by virtue of Power of Attorney Deed No. IV-124 dated 12/02/2009, who also residents at 183, Jawpur road, (Sahid Hemanta Kumar Basu Sarani), Kolkata - 700074, Police Station - Dum Dum,The said land is situated at L.R Khatian No. 2695 ,2696, 2697, 2698 Dag No.1501, The land area is 02 decimal, If any person has any objection, claim, or interest in respect of the above-mentioned property or transaction, they are requested to lodge their objection in writing before the Ranaghat-II B.L. & L.R.O. Office within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice, failing which the matter shall be treated as final and necessary action shall be taken as per law.

নাম-পদবী

১১/০২/২০ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Ejarul Islam Sekh S/o- Mainul Sekh ও Eajrul Islam Sk S/o- Maimul Haque Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী
মোকাম চন্দননগর, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
সন ২০২৪ সালের ৬৯ নং
এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারী- আব্দুল কাদের হালদার

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **মোহবুবা বেগম**, স্বামী মৃত সৈয়দ আব্দুল আজিজ, সাং পাঁটরা, পোঃ মুসাপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, মহাশয়া গত ইংরাজী ২৩/১১/২০২০, তারিখে উল্লিখিত বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁহা কর্তৃক গত ইংরাজী ১৬/০২/২০১৮ তারিখে দরখাস্তকারী **আব্দুল কাদের হালদারের** অনুকূলে হরিপাল থানার অধীন ১২৮ নং জে এল ভুক্ত মৌজা পাঁটরা সাকিমের সি এস জরীপে ১০৬২ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৫৭৭ দাগের ভিটি ০৮ শতক, ১৫৭৮ দাগের ভিটি ০৩ শতক, ১৫৭৯ দাগে ভিটি ২ শতক, সর্ব মোট ১৩ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত প্রাচীর মায় বেষ্টিত ১৪০০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া যুক্ত চার কামরা একতল পাকা ঘর এবং ৪০০ বর্গফুট পরিমিত মাটির দেওয়াল ও খোলার ছাউনি এক কামরা ঘর ও চালা সম্পত্তি সংক্রান্তে সম্পাদিত এককেতা উইলের প্রবেট পাইবার জন্য তস্কর্তৃক নিযুক্তীয় এক্সিকিউটর **আব্দুল কাদের হালদার** পিতা মৃত সামসোদ্দোহা হালদার, সাং- অনন্তপুর (উত্তর), পোঃ ইলাহিপুর, থানা হরিপাল, হাল সাং পাঁটরা, পোঃ মুসাপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, মহাশয় অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত আদালতে তাহা জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
আবুল কালাম সেখ, এ্যাডভোকেট,
চন্দননগর কোর্ট।

আদেশানুসারে,
মনোজিত চক্রবর্ত্তী, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর, হুগলী

CHANGE OF NAME

I, Masrura Bibi, W/o. Sekh Nasiruddin, D/o. Lutfur Rahman, R/o. Bhatua, Rajhat, Polba, Hooghly-712123, do hereby declare that I, Mansura Bibi & Mansura Khatun both are same & one identical person & also my father Lutfur Rahman, Sk. Lutfar, Lutfar Rahaman & Maulana Lutfoor Rahman all are same & one identical person which has been recorded in my all documents. My father's actual name Lutfur Rahaman, which I want to rectify in my all documents, vide an affidavit no. 8282, dtd. 27/03/2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি Mahima Bauldas, সাকিম তিন্না, পাণ্ডুয়া, হুগলী, নিবাসী। জন্মগত সুত্রে আমি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলাম ও আমার নাম ছিল Mahima Bibi D/o. Mohammad Yusuf, গত ইং 09/06/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী আদালতে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে মুসলিম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম গ্রহন করিলাম ও Mahima Bauldas নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। আমি Mahima Bauldas ও Mahima Bibi D/o. Mohammad Yusuf, একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার সমস্ত নথি সেই অনুযায়ী সংশোধন হইবে। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি করা হল।

গত 09/06/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 591 নং এফিডেভিড বলে আমি Santana Pal W/o. Babul Pal, সাকিম রবীন্দ্রনগর কালীতলা, পশ্চিমপাড়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Bubai Paul) সার্ভিস বুকে আমার ও আমার স্বামীর/ পুত্রের পিতা ও মাতার নাম Santana Pal W/o. Babul Pal-এর পরিবর্তে Santana Paul W/o. Babul Paul লিপিবদ্ধ আছে। Santana Pal W/o. Babul Pal ও Santana Paul W/o. Babul Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/06/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 476 নং এফিডেভিট বলে আমি Syamali Chakrabarti Banerjee (old name), W/o. Partha Banerjee & D/o. Nanda Gopal Chakrabarti, R/o. Boro Champatala, Chandannagore, Hooghly-712136, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Syamali Chakrabarti Banerjee নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Syamali Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Syamali Chakraborty & Syamali Chakrabarti Banerjee & Syamali Chakrabarti W/o. Partha Banerjee & D/o. Nanda Gopal Chakrabarti, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9210 নং এফিডেভিট বলে আমি Ashim Kumar Seal S/o. Amulya Kumar Seal ও Asim Kr. Sil S/o. A. Kr. Sil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17457 নং এফিডেভিড বলে আমি Sayed Ali Molla S/o. Mozammal Molla, R/o. Satghari, Jejur, Haripal, Hooghly-712407, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. No. 197, dtd. 13/12/2004) আমার সঠিক নাম Sayed Ali Molla-এর পরিবর্তে Sekh Sabiruddin Molla এবং আমার পিতার সঠিক নাম Mozammal Molla-এর পরিবর্তে Sekh Mozamel Molla লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sayed Ali Molla & Sekh Sabiruddin Molla ও আমার পিতা Mozammal Molla & Sekh Mozamel Moll, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার আধার কার্ডে ও প্যান কার্ডে আমার সঠিক জন্ম তারিখ 30/08/2004-এর পরিবর্তে 01/01/2003 লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই।

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল আবুল হোসেন মন্ডল পিতা প্রয়াত আবদুর রহিম মন্ডল, নিবাস গ্রাম -উত্তর গুমা, বিশ্বাস পাড়া, পো -গুমা, থানা : অশোকনগর, পশ্চিমবঙ্গ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্টার্ড দলিল নং ২৫০২/২০০০ গুমা বাজারে ২৯ মে ২০২৬ তারিখে ফটো কপি করানোর সময় হারিয়ে ফেলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অশোকনগর থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ৪৮৭ তারিখ ০৬.০৬.২০২৬ দায়ের করেন।

কোনও ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির দাবি হয়ে থাকলে বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই জুন, বুধবার। দশমী তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী বুধ মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে মঙ্গলবার বিকেলে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিকেল ৫টায় নবান্ন সভাঘরে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শীর্ষ আমলা, পুলিশকর্তা, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতিনিধিরাও।

আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে নজিরবিহীন কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। গঙ্গার ঘাটগুলিকে কেন্দ্র করে বৃহৎ যোগশিবির আয়োজন, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার বিষয়েই বৈঠকে মূলত আলোচনা হয়েছে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। এ বছরের যোগ দিবসকে শুধুমাত্র একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি হিসেবে নয়, বরং একটি গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে চায় সরকার। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের সমস্ত সক্রিয় যুব ক্লাবকে এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাড়া থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত ক্লাবগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলা হবে অংশগ্রহণকারীদের নেটওয়ার্ক। যুব সমাজকে সামনে রেখে ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচিরও পরিকল্পনা হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজিপি সিদ্ধার্থ নাথ গুপ্ত, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ, কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ও প্রধান সচিবরাও। নিরাপত্তা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, জরুরি পরিষেবা এবং জনসমাগম ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

শুধু প্রশাসন নয়, স্কুল পড়ুয়াদেরও এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে ইতিমধ্যেই ৭ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির সূচি জারি করা হয়েছে। জেলার ভিত্তিতে 'যোগা ইন স্কুলস', 'যোগা ফর মেন্টাল হেল্থ', 'যোগা ফর ট্রাইবাল বেঙ্গল', প্রবীণ নাগরিক ও চা-শ্রমিকদের জন্য বিশেষ যোগা শিবিরের মতো কর্মসূচি চলছে। ১৯ জুন রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আয়োজিত হবে 'রান ফর যোগা'। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই কর্মসূচিকে সফল করতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকেও যুক্ত করেছে রাজ্য সরকার। পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, মেট্রো রেল, ভারতীয় সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা, নৌবাহিনী, সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, এসএসবি, এনডিআরএফ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লক্ষাধিক মানুষের সমাগমের সম্ভাবনা মাথায় রেখে পরিবহণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'জনরথ' কর্মসূচিতে জনতার সামনে ক্ষমা চাইতে হল উত্তর হাওড়ার প্রাক্তন বিধায়ককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার 'জনরথ' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তর হাওড়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি হল। এই কর্মসূচিতে অনেক দেরিতে পৌঁছনোর অভিযোগে এলাকার বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল উত্তর হাওড়ার প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম চৌধুরীকে। অবশেষে পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে ক্ষমাও চাইতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময় অনুযায়ী 'জনরথ' কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য বহু মানুষ আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও প্রাক্তন বিধায়ক সেখানে পৌঁছননি। এতে উপস্থিত বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গৌতম চৌধুরী কর্মসূচিতে পৌঁছনোর পর তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। তাদের অপেক্ষা করানোর কারণ জানতে চেয়ে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হঠাৎ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

সোমবারের বিক্ষোভের মুখে প্রাক্তন বিধায়ক উপস্থিত মানুষের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, তিনি হাত জোড় করে ক্ষমা চান এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি যাতে না হয়, সে বিষয়ে আশ্বাস দেন। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে স্থানীয়দের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

হাওড়া স্টেশন থেকে ধৃত ব্যারাকপুর পুরসভার সিআইসি নৌশাদ আলম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুলিশের জালে ব্যারাকপুর পুরসভার সিআইসি তথা দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নৌশাদ আলম। তোলাবাজির অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে টিটাগড় থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই নৌশাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন এলাকার মানুষজন। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তদন্তের কথা জানতে পেরে কাশ্মীরে পালিয়ে গিয়েছিলেন নৌশাদ আলম। পুলিশের কাছে খবর ছিল এদিন তিনি কাশ্মীর থেকে ফিরছেন। কাশ্মীর থেকে ফেরার পথেই হাওড়া স্টেশন থেকে তৃণমূল নেতা নৌশাদ আলমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁকে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে আনা হয়। সেখান থেকে তাঁকে টিটাগড় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এদিন বি এন বসু হাসপাতালে ধৃতকে দেখেই চোর চোর স্লোগান তোলেন ক্ষুব্ধ মানুষজন।

গ্রামের পথে চলচ্চিত্র, নতুন উদ্যোগ আইবিআইএফএফ-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা প্রেস ক্লাবে ইন্দো বাংলা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (আইবিআইএফএফ)-এর উদ্যোগে 'গ্রামের পথে চলচ্চিত্র উৎসব'-এর সূচনা হল। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলার পঞ্চায়েত ও শহরাঞ্চলে শিক্ষামূলক এবং তথ্যভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের বক্তব্য, বাংলা চলচ্চিত্রের আসল শক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে নিহিত, তাই গ্রাম ও মফঃস্বলের দর্শকদের কাছে ভালো সিনেমা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইবিআইএফএফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দাস, ইস্টান ইন্ডিয়া মোশন পিকচারের সাধারণ সম্পাদক বিমল দে, চলচ্চিত্র পরিচালক ড. প্রদীপ কুমার দাস, অ্যাডভোকেট বিক্রম দেব সেনগুপ্ত, নির্মাল্য বিশ্বাস, চান্দ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রলয় সেনগুপ্ত।

ভারত জুটমিলে শ্রমিক বিক্ষোভ, কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার দশনগরের ভারত জুটমিলে মঙ্গলবার একাধিক দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে অচলাবস্থা তৈরি হয়। সকাল থেকেই শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে মিলের মূল ফটকের সামনে জড়ো হয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, নিয়মিত কাজ না পাওয়ায় তাঁদের আয় মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছে। সপ্তাহের সব দিন কাজ দেওয়া হয় না বলে ও অভিযোগ শ্রমিকদের। ফলে বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সংসার চালানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। পাশাপাশি, জাতীয় ছুটির দিনগুলিতেও মজুরি থেকে টাকা কেটে নেওয়ার অভিযোগ তোলেন আন্দোলনকারীরা।

বিক্ষোভরত শ্রমিকদের আরও দাবি, কারখানা পরিচালনায় একাধিক অনিয়ম চলছে এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যার কথা জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁদের।

শ্রমিকদের বক্তব্য, ভারত জুট মিলের উপর বহু পরিবারের জীবিকা নির্ভরশীল। তাই মিলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁরা সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁদের মতে, কারখানার উৎপাদন ও কর্মসংস্থান স্বাভাবিক রাখতে অবিলম্বে সমস্যার সমাধান প্রয়োজন বলেই দাবি শ্রমিকদের।

এদিনের বিক্ষোভের জেরে মিলের কাজকর্মে প্রভাব পড়লেও এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেনি। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে যথেষ্ট উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে শ্রমিকদের অভিযোগ নিয়ে মিল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বিধায়ক তাপস রায়কে চেয়ারম্যান পদে বসাল মহম্মদ আলি পার্ক যুব সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও মর্যাদাপূর্ণ দুর্গাপুজো আয়োজক মহম্মদ আলি পার্ক যুব সংঘের তরফ থেকে বিধায়ক ও মন্ত্রী তাপস রায়কে চেয়ারম্যান এবং সমাজকর্মী বিনয় দুবেকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত করা হল। এই নিয়োগ এসেছে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যখন কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও মর্যাদাপূর্ণ এই দুর্গাপুজো প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের ৫৮তম বর্ষ উদযাপনের জন্য।

এই প্রসঙ্গে এটা না বললেই নয়, এই দুর্গাপুজো আদতে বাঙালির জীবনে এক উৎসব, যা শিল্পকলা, সাংস্কৃতিক উদ্ভাবন এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মঙ্গলবার হাওড়া পুরসভায় এলাকার উন্নয়ন নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই।

নেপাল যোগে জাহাঙ্গির পলায়ন? গাড়ির নম্বর প্লেট ঘিরে নতুন প্রশ্ন, সীমান্ত পথে কার সাহায্য পেলেন অভিযুক্ত?

দেবাশিস দে

জাহাঙ্গির খানকে ঘিরে তদন্তে এবার নতুন করে উঠে আসছে নেপাল-যোগের সম্ভাবনা। বাগডোগরা থেকে তাকে নিয়ে আসার সময় ব্যবহৃত একটি গাড়ির নম্বর প্লেট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই প্রশ্নের জেরে সীমান্ত নিরাপত্তা, আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ এবং সম্ভাব্য সহযোগী চক্র নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের দাবি, সংশ্লিষ্ট গাড়ির নম্বর প্লেটের রং ও লেখার ধরন দেখে সেটি ভারতীয় রেজিস্ট্রেশনের গাড়ি বলে মনে হয় না। গাড়িটি নেপালে নিবন্ধিত কি না, অথবা কীভাবে তা ব্যবহৃত হল, সেই বিষয়ে সরকারি স্তরে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা মেলেনি। ফলে জল্পনা আরও বাড়ছে। তদন্ত সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, যদি অভিযুক্তকে নেপালের অভ্যন্তর থেকে আটক করে ভারতে আনা হয়ে থাকে, তবে তা দুই দেশের প্রশাসনিক সমন্বয় এবং কূটনৈতিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হতে পারে। আবার অন্য একটি সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না; পালানোর উদ্দেশ্যে নেপাল-নিবন্ধিত কোনও গাড়ির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তবে এই দুই সম্ভাবনার কোনওটিই এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ভারত-নেপাল উন্মুক্ত সীমান্ত দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। সীমান্ত পারাপারের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র ও নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া থাকলেও, কোনও পরিচিত অভিযুক্ত ব্যক্তি কীভাবে এত দূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন, সেই প্রশ্নও উঠছে।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, জাহাঙ্গিরের সম্ভাব্য পালানোর রুট এবং তাকে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠিত চক্র সাহায্য করেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত যাত্রাপথে কোনও প্রশাসনিক বা স্থানীয় সহযোগিতা ছিল কি না, তা তদন্তের আওতায় আনা উচিত বলে মত প্রকাশ করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের একাংশের বক্তব্য, এই ঘটনায় শুধুমাত্র একজন অভিযুক্তের গ্রেপ্তার নয়, বরং সম্ভাব্য আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃসীমান্ত নেটওয়ার্কের অস্তিত্ব থাকলে তা উদঘাটন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই গোটা ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সমন্বিত তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, জাহাঙ্গিরকে ঘিরে তদন্ত যত এগোবে, ততই সামনে আসতে পারে নতুন তথ্য ও নতুন যোগাযোগের সূত্র। এখন নজর, তদন্তকারী সংস্থাগুলি গাড়ির উৎস, সম্ভাব্য যাত্রাপথ, সীমান্ত পারাপারের নথি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়ে কী তথ্য সামনে আনে। কারণ, এই তদন্তের ফলাফল শুধু একটি অপরাধমূলক মামলার নয়, সীমান্ত নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১০ জুন ২০২৬, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বুধবার

নবান্নের রং ‘গেরুয়া’

■ রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্নে শুরু হল রং বদলের কাজ। মঙ্গলবার থেকে নবান্ন চত্বরে গেরুয়া ও সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আপাতত নবান্ন সভাগৃহ এবং তৎসংলগ্ন চত্বরের একাধিক অংশে রং করার কাজ চলছে বলেই প্রশাসনিক সূত্রে জানান হয়েছে। পনেরো বছরের তৃণমূল শাসন নবান্নসহ রাজ্যের অধিকাংশ সরকারি ভবন ও পরিকাঠামো নীল-সাদা রঙে রাঙানো হয়েছিল। সেই রং কার্যত রাজ্যের প্রশাসনিক পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছিল। রাজ্যে নতুন সরকার তৈরির পর এবার সেই নীল-সাদা রং সরিয়ে গেরুয়া-সাদা রঙ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে শুরু করল। পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, এখনও গোটা নবান্ন ভবনের রং পরিবর্তনের জন্য পূর্ণাঙ্গ দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে সভাগৃহ ও সংলগ্ন এলাকায় নতুন রঙের কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনের একাংশের মতে, এটি নতুন সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। তবে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে বিস্তর আলোচনা। একাংশের মতে, সরকারি সচিবালয়ের রং নিরপেক্ষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে নতুন সরকারের সমর্থকদের দাবি, দীর্ঘদিনের নীল-সাদা আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে প্রশাসনিক ভবনকে নতুন পরিচয় দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নবান্নে রং পরিবর্তনের এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্য খুঁজতে শুরু করেছে ওয়াকিবহাল মহল। কারণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এটি রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদলের একটি দৃশ্যমান প্রতীক হিসেবেও উঠে আসছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

■ সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে ফের মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মঙ্গলবার সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে পৃথক চিঠি পাঠিয়ে অবিলম্বে বকেয়া ডিএ পরিশোধের দাবি জানানো হয়। সংগঠনের অভিযোগ, কলকাতা পুরসভার এলাকায় বসবাসকারী বহু অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীর বকেয়া ডিএ এখনও মেটানো হয়নি। অথচ সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সেই বকেয়া নিষ্পত্তি হওয়ার কথা ছিল। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি, গত ১ জুন কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি আলোচনা হয় মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকের মধ্যেই মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবের সঙ্গে। বৈঠকের দিন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্যার সমাধানের তিনি নির্দেশ দেন। যদিও নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত এই কাজে কোনও অগ্রগতি দেখা যায়নি। এদিনের চিঠিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পূর্ত ও সেচ দপ্তরের ওয়ার্ক-চার্জ কর্মী এবং এনভিএফ কর্মীদের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিয়মিত ডিএ পেলেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের বকেয়া ডিএ এখনও মেটানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা রাজ্য সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বলে অভিযোগ সংগঠনের। এই পরিস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, ওয়ার্ক-চার্জ কর্মী এবং এনভিএফ সদস্যদের বকেয়া ডিএ দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি জানিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে দীর্ঘদিন ধরে চলা ডিএ আন্দোলনের আবহে কর্মচারী সংগঠনের এই নতুন চিঠি প্রশাসনের উপর চাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।

ভয় আউট, ভরসা ইন

এক মাসে ‘নতুন বাংলা’র রূপরেখা আঁকল শুভেন্দুর সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের প্রথম মাসকে অনেকেই ‘হানিমুন পিরিয়ড’ বলেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের প্রথম এক মাসে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির দিকে তাকালে স্পষ্ট, প্রশাসন শুধু পুরনো ব্যবস্থার সংশোধনেই থেমে থাকতে চাইছে না; বরং স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিল্প, পরিকাঠামো, সামাজিক সুরক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলা, সব ক্ষেত্রেই দ্রুত বার্তা দিতে চাইছে যে ‘ভয় আউট, ভরসা ইন’। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে স্বাস্থ্য পরিষেবায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চালু হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত। পাশাপাশি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের জন্য পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। দরিদ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চালু হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা এবং শহরের শ্রমজীবী মানুষের জন্য ৫ টাকায় ‘মা আহার’ প্রকল্প।

এছাড়াও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ নজর কাড়ছে। নতুন সরকারের প্রথম মাসেই বার্ধক্য ভাতা বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করা হয়েছে। কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া মেটানোর কাজে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে চালু হতে চলেছে সপ্তম পে কমিশন। চাকরিপ্রার্থীদের জন্য আবেদনের বয়সসীমা বৃদ্ধি এবং শূন্যপদে নিয়োগের জন্য নতুন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে কর্মসংস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে নতুন সরকার। মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রার সিদ্ধান্তও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও সংকল্পপত্রের ঘোষণা মতো ৫৯ লক্ষ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ‘অন্নপূর্ণা যোজনার’ টাকা।

তবে প্রথম মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বার্তা এসেছে শিল্পক্ষেত্রে। রাজ্যে নতুন করে বিনিয়োগ টানতে শিল্পপতিদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করেছে সরকার। প্রশাসনের দাবি, বিভিন্ন দেশীয় ও বহুজাতিক সংস্থা বাংলায় বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। ১৩ জুন হাওড়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ভূমিপুজো হতে চলেছে ‘আমুল’-এর নতুন ফ্যাক্টরির। যার ভূমিপুজোতে উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যে নতুন শিল্প প্রকল্প, উৎপাদন কেন্দ্র, লজিস্টিক হাব এবং পরিষেবা খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে আগামী দিনে বড় আকারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছে নবান্ন।

রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নেও দেখা যাচ্ছে সমান্তরাল গতি। দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ, গ্রামীণ এলাকায় আরও নতুন সেতু তৈরির পরিকল্পনা, চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের জট কাটানো এবং শিলিগুড়ি-দিল্লি বুলেট ট্রেনের বাস্তবায়ন রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দিতে পারে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর প্রকল্প এবং জল জীবন মিশনের ৩৯ হাজার কোটি টাকার কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে মনরেগায় ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কাজের ঘোষণা করা হয়েছে। জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে, কার্যকর করা হয়েছে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা । পাশাপাশি বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত এবং অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ডিপোর্ট করার প্রক্রিয়া সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের সমস্যা সরাসরি শোনার জন্য প্রতি সপ্তাহে চালু হয়েছে ‘জনতার দরবার’। প্রশাসনকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার এই উদ্যোগকে নতুন সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এক মাস কোনও সরকারের চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় নয়। তবু প্রথম মাসের সিদ্ধান্তগুলি দেখে বলা যায়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার উন্নয়ন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা এবং প্রশাসনিক জবাবদিহিতাকে সামনে রেখে এক নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত তৈরি করে তুলতে চাইছে। সেই দৃষ্টান্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি বার্তাই, ‘ভয় আউট, ভরসা ইন’; আর সেই ভরসার বড় ভিত্তি হতে পারে শিল্পে নতুন বিনিয়োগ ও বাংলার যুবসমাজের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ।

ইউনেস্কোর নাম করে জালিয়াতির অভিযোগ ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইউনেস্কোর নাম করে জালিয়াতির অভিযোগ উঠল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোপুজোকে কেন্দ্র করে ইউনেস্কোর নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে ভিআইপি টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দ্রনীল ও তাঁর স্ত্রী ছাড়াও যাঁদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তাঁরা হলেন ধ্রুবজ্যোতি বসু, সায়ন্তন মৈত্র এবং রাজন চট্টোপাধ্যায়। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বউবাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা।

এদিকে সূত্রে খবর, সমস্ত নথি নিয়ে অভিযোগকারী আন্তর্জাতিক সংস্থার তরফে বউবাজার থানায় দ্বারস্থ হন আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থার পরামর্শদাতা জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ডিজিপির কাছে অভিযোগ জানান তিনি। জয়দীপবাবুর দাবি, ২০১০ সাল থেকে বিদেশে বাংলায় পুজো নিয়ে কাজ করছেন তিনি। তাঁর অনেক পরে কলকাতার পুজো ইউনেস্কোর পাতায় স্বীকৃতি পায়। এরপর ২০২২ সালে মাসআর্ট নামে একটি সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে আর্থিক প্রতারণা শুরু করে। এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট হলেন ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী মধুছন্দা সেন। এই মাসআর্ট আত্মপ্রকাশের পর মাসআর্ট দাবি করে, ইউনেস্কোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তাঁরা কলকাতার ২৪টি দুর্গাপুজো প্যান্ডেলকে নির্বাচন করেছে। যেটা পুরোটাই মিথ্যা বলে জানান জয়দীপবাবু। পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, ইউনেস্কোর সঙ্গে মাসআর্টের এরকম কোনও চুক্তি হয়নি। বেআইনিভাবে ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে প্রিপুজোর টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। এতে কোটি কোটি টাকার লেনদেন জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। অভিযোগকারী আরও জানান, কলকাতার ২৪টি পুজো নির্বাচনের পর তিনি নিজে ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তারা জানিয়েছে, তারা মাসআর্ট নামে কোনও সংস্থার সঙ্গে কোনও বাণিজ্যিক চুক্তি করেনি। এমনকী লোগো ও নাম ব্যবহারেরও অনুমতি দেননি। ইউনেস্কোর সেই মেইল ও নথিপত্র অভিযোগপত্র জমাও দেন জয়দীপবাবু। ইতিমধ্যেই ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গৃহস্থালির গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যবসায়। বাগবাজার ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

স্বরূপকে নিয়ে পুলিশি তল্লাশি সুরুচি সংঘে, এলাকা ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার দুপুরের পর স্বরূপ বিশ্বাসকে নিয়ে পুলিশি তল্লাশি সুরুচি সংঘে। তবে তার আগেই নিউ আলিপুরের ওই ক্লাব ও এলাকা ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিকে স্বরূপের বড় ভাই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই মুহূর্তে বেপাত্তা। গা ঢাকা দিয়েছেন। এদিকে এরই মাঝে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। স্বরূপ গ্রেপ্তার হতেই টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে একাধিক অভিযোগ উঠেছে এই স্বরূপের বিরুদ্ধে।

এদিকে দুর্গাপুজোকে ঘিরে দক্ষিণ কলকাতার সুরুচি সংঘ অত্যন্ত পরিচিত। বিশ্বাস ব্রাদার্সের একাধিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই ক্লাবও জড়িয়ে আছে বলে অভিযোগ। তবে সবথেকে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলে ভরাডুবির পরই। নানা ঘটনায় পর্দাফাঁস হতে থাকে বিশ্বাস ব্রাদার্সের। এরপর এমন কিছু ঘটনা সামনে আসে যাতে অরূপ ও স্বরূপের ক্লাব সুরুচি সংঘে ব্যাপক ভাঙচুর চালান উন্মত্ত জনতা।

গত শুক্রবার ক্লাবের সামনে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন। উপরের ঘরে উঠে চক্ষু ছানাবড়া বিক্ষোভকারীদের। উপরের ঘরে রাখা কিং সাইজ বেড। রাখা দু'টি চেয়ার। এসি লাগানোও ছিল। যদিও স্থানীয়দের দাবি, সম্প্রতি ওই এসি খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সিলিং ফ্যানও নেহাত কম দামি নয়। ওই ঘর লাগোয়া শৌচালয়। তাও বেশ বিলাসবহুল। শৌচালয়ের মাথাতেও রয়েছে পাখা। শুধু তাই নয়, সুরুচি সংঘে ঘুরপথে সরকারি জিনিসপত্র আমদানি হত বলেও অভিযোগ। ওই ক্লাবঘরের সঙ্গে থাকা আরেকটি ঘরে মেলে রাশি রাশি সরকারি জল ‘প্রাণধারা’র বোতল। এছাড়া ত্রাণ দেওয়ার জন্য রাশি রাশি শাড়িও পাওয়া গিয়েছে। তা দেখে স্থানীয়রা ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তোলেন।

‘হুমায়ুন, জাহাঙ্গির, শাহজাহানদের দিন শেষ’

তৃণমূলের জায়গা হবে ইসলামিক ইতিহাসের পাতায়, কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে মঙ্গলবার ফের তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার এক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূলের অধ্যায় শেষের পথে এবং ভবিষ্যতে দলটির স্থান হবে ইতিহাসের পাতায়।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, হুমায়ুন, জাহাঙ্গির, শাহজাহানদের দিন যেমন শেষ হয়েছে, তেমনই তৃণমূল দলটারও দিন শেষ। তৃণমূলের জায়গা হবে ইসলামিক ইতিহাসের কোনও এক অধ্যায়ে। বিজেপি রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে একদিকে যেমন তৃণমূল সরকারের পতনের দাবি শুধু নয়, ইতিহাসের বিভিন্ন মুঘল সম্রাটের প্রসঙ্গ টেনে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করেছেন তিনি।

রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিজেপি নেতৃত্ব ধারাবাহিকভাবে তৃণমূলের সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। একাধিক তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসার প্রেক্ষাপটে বিরোধী শিবিরের আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে।

শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যও সেই রাজনৈতিক আক্রমণেরই অংশ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যদিও তাঁর এই মন্তব্যের বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ইতিহাস ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ টেনে করা এই ধরনের মন্তব্য আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও উসকে দিতে পারে। বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘাত যখন নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক তরজার নতুন ইন্ধন জোগাবে।

বর্ষা হাজির উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণেও বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রবল গরমে জেরবার দক্ষিণবঙ্গবাসী। সন্ধের দিকে কোনও কোনও জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হলেও তাতে প্যাচপ্যাচে গরমের হাত থেকে রেহাই নেই। তবে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন এমনই থাকতে চলেছে আবহাওয়া। তবে পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এও জানাচ্ছে, কেরলমে জুন মাসের গোড়াতেই ঢুকেছিল বর্ষা। এবার বর্ষা চলে এল বাংলাতেও। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ের থেকে দুই দিন দেরিতে উত্তরবঙ্গে ঢুকল মৌসুমি বায়ু। পাশাপাশি আবহাওয়া অফিস এও জানিয়েছে, বর্ষা হাজির দার্জিলিং, সিকিম, কালিম্পংয়ে। বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও। আগামী ৪-৫ দিনে বাংলার আরও কিছু অংশে পৌঁছবে বর্ষা। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। আপাতত প্রাক বর্ষার বৃষ্টি চলবে। সপ্তাহ জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টি হবে।

সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, পূর্ব বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অক্ষরেখা রয়েছে, যেটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের উপরে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত।

এদিকে মঙ্গলবার শহরের আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের লেটেস্ট আপডেট অনুযায়ী, সোমবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৩৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। মঙ্গলবার বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৯৫ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশের আশেপাশে ছিল।

তবে আজ বুধবার থেকে ঝড়বৃষ্টি বাড়বে। শুক্রবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বীরভূম, নদিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং দুই ২৪ পরগনাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাতে হাওয়ার গতিবেগ ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। মৎস্যজীবীদের আগামী ২৪ ঘণ্টায় সমুদ্রে যাওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে অর্থাৎ জুনের ১২ তারিখের মধ্যে বর্ষার আগমন হতে পারে, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আজ বুধবার অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সন্তোষপুরে মধ্যরাতে অবৈধ হকার উচ্ছেদ, অভিযানে চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর, দমদম, বেলঘড়িয়ার পর এবার সন্তোষপুর। রেল স্টেশন চত্বর দখলমুক্ত করার অভিযানে সোমবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্তোষপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল কর্তৃপক্ষ। বুলডোজার নামিয়ে ভেঙে ফেলা হল একাধিক অবৈধ দোকান ও দখলদারদের অস্থায়ী কাঠামো। সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতে স্টেশন চত্বরে বিপুল সংখ্যক রেল পুলিশ, রাজ্য পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

পূর্ব রেল সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে স্টেশন সংলগ্ন রেলের জমি দখল করে একাধিক অবৈধ দোকান ও ব্যবসায়িক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সোমবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। প্রথমে বিচ্ছিন্ন করা হয় বিদ্যুৎ সংযোগ। পরে বুলডোজার ও ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একের পর এক অবৈধ দোকান ভেঙে ফেলা হয়। স্টেশন চত্বরের পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মের উপর গড়ে ওঠা অবৈধ কাঠামোও সরিয়ে দেওয়া হয়।

পূর্ব রেল প্রশাসনের দাবি, যাত্রী পরিষেবা উন্নত করা এবং স্টেশন এলাকা অবৈধ দখলমুক্ত রাখতেই এই পদক্ষেপ। তবে অভিযানের জেরে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে বামপন্থীদের একাংশের অভিযোগ।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন স্টেশনে ধারাবাহিক উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে পূর্ব রেল। গত কয়েক সপ্তাহে দমদম রেল স্টেশন, বেলঘড়িয়া রেল স্টেশন এবং যাদবপুর রেল স্টেশনে একই ধরনের অভিযান হয়েছে। বিশেষ করে যাদবপুরে উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অবৈধ হকারদের সমর্থনে বামপন্থী কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভে নামলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হন সৃজন ভট্টাচার্য-সহ বেশ কয়েকজন। যাদবপুর অবৈধ উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আদালতে মামলা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এই অবৈধ দখলদার ব্যবসায়ীদের একাংশ কলকাতা হাইকোর্ট-এর দ্বারস্থ হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সন্তোষপুরের অভিযানকে ঘিরেও নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। রেলের জমি পুনরুদ্ধারের প্রশাসনিক উদ্যোগের সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবিতে আপাতত রেল কর্তৃপক্ষ কোনও স্পষ্ট বক্তব্য দেয়নি। তবে সূত্রের খবর, রাজ্যের আরও একাধিক স্টেশনে আগামী দিনেও একই ধরনের অবৈধ উচ্ছেদ করতে অভিযান চালানো হবে।

সম্পাদকীয়

দলবদলের কারিগরদের মুখে এখন নৈতিকতার বাণী কে শুনবে?

কোনও নিয়ম, নীতির বালাই নোই। নেই কোনও কর্মসূচি। না আছে মতাদর্শ ভিত্তিক কোনও সংগঠন। পুঁজি বলতে সাড়ে তিন দশকের বাম জমানার ওপর মানুষের ক্ষোভ, চরমে ওঠা প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা ও ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বামেদের বিরুদ্ধে আপোসহীন লড়াই। গত প্রায় তিন দশক আগে এভাবেই গড়ে ওঠেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর, সিপিএমকে সরিয়ে বাংলার ক্ষমতায় আসে তারা। সেটা ছিল বাংলার রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সিপিএমের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন তৃণমূলনেত্রীকে। তখন তিনি ছিলেন বাংলার 'অগ্নিকন্যা', 'জননেত্রী'। তারপর গত দেড় দশকের রাজ্য শাসনের পর এখন গোটা বাংলা জুড়ে তৃণমূলের লোকজন দেখলেই 'চোর চোর' আওয়াজ উঠছে। একদিন রাজ্যের জননেত্রীকে আজ শুনতে হচ্ছে 'চোরেদের নেত্রী'। কী নির্মম পরিহাস! জননেত্রীর সাধের তৃণমূল কংগ্রেস গত এক মাসে তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। দলটার আর কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা সেটা নিয়ে তর্ক চলছে। ক্ষমতা হারিয়ে, সঙ্গী, সাথীদের হারিয়ে, আজ নিঃস্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা দলে আজ তার পাশে থাকার মতো হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এতদিন যারা তাঁর চারপাশে মাছির মতো ভনভন করতো, আজ তারা নিখোঁজ। বালির ওপর তৈরি করা সংগঠন প্রথম ধাক্কাতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। যারা দুঃসময়ে দলকে ছেড়ে নেত্রীকে ছেড়ে গেলেন, তাদের এই ভূমিকার সমালোচনা হবে, হয়তো সেটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ভুললে চলবে না, ক্ষমতায় আসার পর তারা কী করেছিলেন? কংগ্রেস, বাম শিবির থেকে একের পর নেতা, কর্মী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ভাঙিয়ে এনে নিজেদের 'সম্পদ' বৃদ্ধি করেছিলেন। বাদ যায়নি বিজেপিও। কখনও ফৌজাদারি মামলা, কখনও বা অন্য কোনও দাওয়াই, এভাবে দল ভাঙিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে ছিলেন তৃণমূলনেত্রী, আর আজ সময় আসতেই সবটা সুদে-আসলে ফিরে পাচ্ছেন। এখন আপনাদের মুখে আর নীতি, নৈতিকতার বাণী কে শুনবে?

শব্দছক ১৮৪

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. পৌত্রী ৫. কাজ করার ক্ষমতা ৮. সাতটি তাসের সমাহার ৯. হজমকারী আনাজ ১২. পিঞ্জর ১৩. তীব্র গতিতে কাজ করার শক্তি ১৫. আটা-জাতীয় খাদ্য ১৬. চলনশক্তির হার ১৭. ক্ষৌরকার ১৮. বায়স ১৯. নিয়মানুগ অধিকার ২০. দাঁত

ওপর-নিচ: ২. তল ও অতল ৩. চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত ৪. শ্রীবিষ্ণু ৫. অমঙ্গুলে পেচক ৬. শ্রীকৃষ্ণের এক নাম ৭. টাটকা ১০. ব্রাহ্মণ ১১. চমরী গরুর লেজের লোম থেকে প্রস্তুত ঝাড়ন ১২. অ-টিকালো নাক ১৩. পৃথিবী ১৪. অধিকার-ভূমি ১৬. শরীর ১৮. কর্ণ

সমাধান ১৮৩ — পাশাপাশি: ২. শশধর ৫. ভিতর ৭. ক্রম ৮. নট ৯. বাণীবন্দনা ১১. বিমা ১২. হানা ১৩. গবা ১৪. বল ১৬. চিরহরিৎ ১৮. জব্দ ১৯. রব ২০. পলকা ২১. পাতাখোর

ওপর-নিচ: ১. অভিনয় ২. শর ৩. ধরণী ৪. সুমনা ৬. তট ৭. ক্রন্দনা ৯. বামা ১০. বহাল ১১. বিবাহ ১৩. গরব ১৪. বৎ ১৫. শব্দকারী ১৬. চিরতা ১৭. রিক্ততা ১৮. জল ২০. পর

আজকের দিন

■ **১৯৬৭** — জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে ছয় দিনের যুদ্ধের সমাপ্ত হয়।

■ **১৯৮৬** — কপিল দেবের অধিনায়কত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল লর্ডসে একটি স্মরণীয় টেস্ট ম্যাচ জেতে।

■ **২০০৩** — নাসা মঙ্গল গ্রহ অন্বেষণে স্পিরিট রোভার উৎক্ষেপণ করে।

জন্মদিন

প্রকাশ পাড়ুকোন

১৯৫৫ *বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোনের জন্মদিন।*

১৯৭২ *গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের জন্মদিন।*

১৯৭৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মিকা সিংয়ের জন্মদিন।*

পরিবর্তনের এক মাস, কোন পথে চলছে বাংলা

তন্ময় সিংহ

২০২৬ এর ঐতিহাসিক বিধানসভা নির্বাচনে ৪ ই মে ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসে ১৫ বছরের শাসনকালের পতন হয় এবং বিজেপির নতুন ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ৯ ই মে অবিভক্ত মেদিনীপুরের অন্যতম বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চরিত্র শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কেন্দ্রে র শাসক দল বিজেপির নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয় । তারপর একমাস অতিক্রান্ত, সরকার কোন দিকে এগোচ্ছে তা বোঝার জন্য এই একমাস যথেষ্টই কম সময়, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আগামী বা ভবিষ্যতের দিশা দেখানোর জন্য এই একমাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থে রাজ্য এবং কেন্দ্রে এই একই সরকার প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। বিভিন্ন সময় জোট সরকার থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে ঘিরে বাংলার মানুষের প্রত্যাশা অসীম। এই এক মাসের মধ্যে নতুন সরকার যেমন কিছু পুরোনো সামাজিক প্রকল্প বজায় রেখেছে সেরকম ই নতুন প্রকল্প চালু করেছে আবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানও করিয়েছে। অন্যদিকে হকার উচ্ছেদ, বুলডোজার সংস্কৃতি এবং মন্ত্রিসভার দফতর বন্টন না হওয়ার মতো ঘটনাও সামনের এসেছে। এই এক মাসে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে এবং শাসক শিবিরের সাথে বিরোধীদল তৃণমূল কংগ্রেসের মূল অংশ রাজ্যে বিরোধী হিসেবে এবং কেন্দ্রে সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই যে দুটি সিদ্ধান্ত সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা কে এবং কাজ করার মানসিকতাকে তুলে ধরেছে তার অন্যতম টি হল দ্রুত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন সরকারের আমলে আটকে ছিল সেগুলিকে খুলে দেওয়া এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সমস্ত রকম ভাবে সাহায্য করা। যার সুফল আমরা দেখলাম পাঁচ দিনে চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্প প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হল যেটি প্রায় দু বছর ধরে লাল ফিতে ফাঁসে আটকে ছিল। সরকারের আরেকটি অন্যতম দ্রুত সিদ্ধান্ত ছিল সীমান্তে বেড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিএসএফকে জমি স্থানান্তরকরণ। আমরা সকলেই জানি আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের চিকেনস নেক একটু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে নিতে চলেছে সেইখানে দেশের প্রতিরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সরকারের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োচিত। বাংলাদেশ সীমান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের ঢল ফিরে যাওয়ার জন্য। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বিশেষ হোল্ডিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে কেন্দ্রের সাথে রাজ্য সরকারের সমন্বয়ের ফলে আমরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আটকে থাকা তহবিল দ্রুত রাজ্যে আসছে যা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সমৃদ্ধি ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।

নতুন সরকার সামাজিক ক্ষেত্রে পূর্বতন সরকারের চলতে থাকা যে সমস্ত প্রকল্প যেমন স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী ইত্যাদি এখনো পর্যন্ত চলছে। যদিও ক্ষ্মআয়ুষ্মান ভারতক্ষ্ম প্রকল্পের জন্য মৌ সাক্ষর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে প্রকল্পের মাধ্যমে সারা ভারতে চিকিৎসা করা যাবে, এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গে আর কিছুদিনের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। আবার প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি সেন্টার আরো বেশি সারা পশ্চিমবঙ্গের স্থাপনের উদ্দেশ্যে ও

> প্রথম মাসে সবচেয়ে বেশি নজর ছিল সরকারি চাকরি এবং শিল্পের জন্য নতুন সরকারের কি পদক্ষেপ নিচ্ছে তার দিকে। তাজপুরের পরিবর্তে দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্র বন্দরের কথা ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে আদানিপুত্র। আবার আমূল পশ্চিমবঙ্গে দুটি বড় ফ্যাক্টরির কথা ঘোষণা করেছে। প্রথম মাসে আমূলের এই দই তৈরীর কারখানাটি র ঘোষণা সবচেয়ে বড় সাফল্য। কোথায় কত শূন্য পদ আছে ঘোষণা করা হয়েছে চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের শিথিলতা দিয়ে নতুন নিয়ম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা হলে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কিছু সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে নতুন সরকার। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের বিপুল প্রত্যাশা ছিল নতুন সরকারের প্রতি তাদের প্রত্যাশায় সাড়া দিয়ে ৪৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২২ তারিখে বাজেট পেশের সময় দিয়ে ঘোষণা করার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের সাথে আলোচনায়। আবার নতুন পে-কমিশন যার প্রতিশ্রুতি ছিল ৪৫ দিনের মধ্যে তা আগামী জানুয়ারি থেকে বাস্তবায়িত করার কথা প্রাথমিকভাবে বলেছেন নতুন সরকার এবং রাজ্যের বিপুল আর্থিক বোঝা ও ক্ষতির জন্য সরকারি কর্মচারীদের কে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। নতুন সরকারের আমলে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পগুলি অতি দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে চালু হবে সে সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে এই প্রথম মাসের শাসনকাল থেকেই। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য শুরু হতে চলেছে ১০০ দিনের কাজ ১২৫ দিনের জব গ্যারান্টি নিয়ে। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগে এই কাজ পশ্চিমবঙ্গের বুকে বন্ধ ছিল পাঁচ বছরেরও বেশি সময়। সরকারি বাসে মহিলাদের টিকিট ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। জিরো টিকিটে মহিলারা পশ্চিমবঙ্গের যে কোন প্রান্তে সরকারি বাসে যেতে পারছেন এবং সরকারের তরফে এই বাস সংস্থাগুলিকে ওই একই মূল্যের তহবিল প্রত্যেক মাসে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে পরিবহন নিগমের আর্থিক ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য।

নতুন সরকারের আমলে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নাম নিয়ে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রাথমিকভাবে একটি দীর্ঘ ফর্ম ফিল আপ করা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও, পরবর্তীকালে ফর্মটি সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১০ মহিলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মাসিক সাহায্য ৩০০০ টাকা ইতিমধ্যে পেয়েছেন। লক্ষীর ভান্ডারে এই মহিলারা মাসিক ১৫০০ টাকার সাহায্য পেতেন। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত ধরনের ধর্মীয় ভাতা। পুরোহিত ভাতা থেকে শুরু করে মোয়াজ্জিম ভাতা সমস্তই বন্ধ। আবার বার্ধক্য ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে দুহাজার টাকা। মা ক্যান্টিনের নাম বদলে মা আহার হয়েছে। সপ্তাহে দুদিন বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের নির্বাচনী ন্যারেটিভ জবাব দিতে মাছ ভাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে মা আহারে। রেল ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক বিনিয়োগ এবং পুরনো সমস্ত বন্ধ হয়ে থাকা প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ যে আসতে চলেছে তা নজর পড়েছে প্রথম মাসেই। শিলিগুড়ি থেকে দিল্লী বুলেট ট্রেন একটি অন্যতম ঘোষণা। এছাড়াও কেন্দ্রের অন্যান্য সমস্ত দপ্তর গুলির সাথে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীদের সমন্বয়ের সুফল দেখা যাচ্ছে প্রাথমিকভাবে।

যদিও প্রথম মাসে সবচেয়ে বেশি নজর ছিল সরকারি চাকরি এবং শিল্পের জন্য নতুন সরকারের কি পদক্ষেপ নিচ্ছে তার দিকে। তাজপুরের পরিবর্তে দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্র বন্দরের কথা ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে আদানিপুত্র। আবার আমূল পশ্চিমবঙ্গে দুটি বড় ফ্যাক্টরির কথা ঘোষণা করেছে। প্রথম মাসে আমূলের এই দই তৈরীর কারখানাটি র ঘোষণা সবচেয়ে বড় সাফল্য। পশ্চিমবঙ্গের বুকে ভারী শিল্প না তৈরি হলে এই ব্যাপক জনসংখ্যা কে কর্মমুখী করা সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি চাকরিতে দুর্নীতি রোধে নেয়া হয়েছে একগুচ্ছ ব্যবস্থা। কোথায় কত শূন্য পদ আছে ঘোষণা করা হয়েছে চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের শিথিলতা দিয়ে নতুন নিয়ম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা হলে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কিছু সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে নতুন সরকার। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের বিপুল প্রত্যাশা ছিল নতুন সরকারের প্রতি তাদের প্রত্যাশায় সাড়া দিয়ে ৪৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২২ তারিখে বাজেট পেশের সময় দিয়ে ঘোষণা করার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের সাথে আলোচনায়। আবার নতুন পে-কমিশন যার প্রতিশ্রুতি ছিল ৪৫ দিনের মধ্যে তা আগামী জানুয়ারি থেকে বাস্তবায়িত করার কথা প্রাথমিকভাবে বলেছেন নতুন সরকার এবং রাজ্যের বিপুল আর্থিক বোঝা ও ক্ষতির জন্য সরকারি কর্মচারীদের কে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সবে মিলিয়ে নতুন সরকারের প্রথম মাস প্রশাসনিক দিক থেকে নেওয়ার সিদ্ধান্তগুলি পশ্চিমবঙ্গের জন্য কতটা হিতকর তা আগামী দিন বলবে, যদিও শুরু হিসাবে সদর্থক সে সম্পর্কে সংশয়হীন সব পক্ষ।

প্রশাসনিক দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরে নেতা ও কর্মী যারা দুর্নীতিতে সরাসরি সংযুক্ত তাদেরকে আইন মাফিক গ্রেপ্তারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন সরকার। প্রায় তিন শতাধিক তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরে নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, লক্ষীর ভান্ডার নেওয়া পুরুষ দের ও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিবিআই কে তদন্তের ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে ছাড়। পাথর ও বালি খাদান এর কাঠ মানি বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে প্রশাসন । জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে প্রশাসনিকভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকার কথা ঘোষণা করেছে নতুন সরকার। আবার রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পরবর্তী এক মাস সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল হিসেবে বিধানসভায় একটি আসন পেলেও দ্রুত উঠে আসছে সিপিএম আবার অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়ক এবং সাংসদরা দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে দূরত্ব তৈরি করে নতুন বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম থেকে তৃণমূলে আসার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আবার দিল্লিতে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে বিজেপির সহযোগী শরীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বলিষ্ঠ অংশ। সবে মিলিয়ে ক্ষমতা থেকে দূরে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বুকে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে হকার উচ্ছেদ এবং বিভিন্ন বুলডোজার অ্যাকশন গুলিকে সামনে রেখে দ্রুত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সিপিএম এই বিরোধী পরিশোধ ভরাট করার চেষ্টা করছে। আগামী দিনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থন যদি সিপিএম পেতে সক্ষম হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বুকে আপাতত বিজেপি বিরোধী শক্তি হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠা পাওয়া সময়েরই অপেক্ষা।

নতুন সরকারের আমলে এখনো পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ এবং বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাতে অনেক সাধারণ মানুষ বিপদের মধ্যেও পড়েছেন। যদি অবৈধ দখলদারি থেকে মুক্তি একটি আইনত প্রক্রিয়া তবুও বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকারদের নির্বাচনের ব্যক্তির আগামী দিনের নতুন সরকার দেখবে এটা আশা। নতুন সরকারের তরফ থেকে ধৈর্য ও সহনশীলতা কাম্য এই ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গুলি নেওয়ার আগে। শাসক দলের তরফ থেকে বারবার বলার পরে নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গে অনেক সীমিত হয়েছে, এবং নতুন সরকার বিরোধী দলের বিধায়কদের সরকারি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েও এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে যদিও দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতির মত যদি আমরা নির্বাচনী পরবর্তী সন্ত্রাসের সময়ের জিরো টলারেন্স নীতি আগামী দিনে নিতে পারি তাহলে তা পশ্চিমবঙ্গের জন্যই বিশেষ ফলপ্রসূ হবে। যদিও বিরোধী দলের নেতার ওপর আক্রমণ ও কয়েকটি জায়গায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং ডিম ছুড়ে মারার মতন ঘটনাগুলিকে আরো সহনশীলতার সাথে বাস্তবায়নের দিকে নজর দেবে নতুন সরকার এটা কাম্য। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু পুরুষ ও মহিলা পদাধিকারীর সাথে সাধারণ মানুষের দ্বারা আইন হাতে তুলে নেওয়ার এই যে কিছু ঘটনা সামনে আসছে তা ভয় আউট ভরষা ইন স্লোগানকে কতটা বাস্তবায়িত করবে সে দিকে নজর থাকবে। অন্যদিকে নতুন সরকারের বুলডোজার অ্যাকশন এবং আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত অপরাধীদের কোমরে দড়ি পরে ঘোরানো মানবাধিকার এর পরিপন্থী ঘটনা হাইকোর্ট থেকে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে।

সবে মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যে সরকার এক মাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সরকারের প্রতিষ্ঠার দিন যে চারজন মন্ত্রিস শপথ নিয়েছিল তারা বাদে বাকিদের শপথ নিতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নিয়েছে শাসক শিবির এবং এখনো পর্যন্ত তাদের দপ্তর ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি, যা নতুন সরকারের প্রয়োজনীয় কর্মচঞ্চলতার পরিপন্থী। সবে মিলিয়ে এই প্রথম মাসে সরকারের তরফ থেকে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকভাবে যে সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া গেছে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির ক্ষেত্রে আগামী দিনে যথেষ্ট সহায়ক হবে এই আশা করা যায়। দ্রুত গতিতে নিজের কাজের অগ্রাধিকার পরিষ্কার করে নতুন সরকার যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তার ফলস্বরূপ যদি আগামী দিনে প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে জীবনযাপনের সুবিধা যদি থাকে তা নতুন সরকারের সাফল্যের মাপকাঠির জন্ম যথেষ্টই ইতিবাচক হবে।

কৌট-আলকৌট

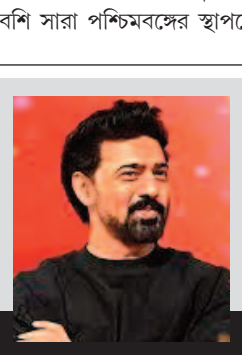

নতুন তৃণমূলে যাচ্ছি না, দিদির সঙ্গেই আছি। নতুন মুখ্যমন্ত্রীও ভালো কাজ করছেন।

দেব, সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেস

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরুষ লক্ষ্মীর খোঁজ এবার হাবড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: পুরুষ লক্ষ্মীর খোঁজ এবার হাবড়ায়। বছর তিনেক ধরে তার অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে নিয়ম করে ঢুকছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের এক হাজার টাকা। পেশায় সেলাইকর্মী নিধু সরকার নামে ওই যুবকের বাড়ি হাবড়ার ফুলতলা এলাকায়। সচরাচর তাকে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে আসতে দেখা যায়নি। শনিবার ফুলতলা এলাকায় থাকা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিএসপি শাখায় টাকা তুলতে আসে নিধু। তখনই সিএসপির দায়িত্বে থাকা বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের বিষয়টি নজরে আসে। তিনি দেখতে পান ২০২৩ সাল থেকে প্রতিনিয়ত নিধুর অ্যাকাউন্টে ঢুকছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সরকারি টাকা।

এ বিষয়ে বিশ্বজিৎবাবু মছলন্দপুরে থাকা ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছেন। তা হলে কী ভাবে একজন পুরুষ ব্যক্তির নামে থাকা অ্যাকাউন্টে

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকা ঢুকতে পারে জানতে আমরা গিয়েছিলাম নিধুর বাড়িতে। বছর চৌত্রিশের ওই যুবক জানান, তিনি অবিবাহিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য কখনও আবেদনপত্র জমা দেননি। তবে তাঁর মা কয়েকবার আবেদনপত্র দিলেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মেলেনি। কয়েক মাস হল তাঁর মা বিধবা ভাতা পেতে শুরু করেছেন। তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আর নতুন করে চেষ্টাও করেননি।

যুবকের অনুমান, তাঁর মায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা হয়তো তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। যদিও টাকা ঢুকলে যুবকের ব্যাংকে টাকা প্রশ্ন করা হলে যুবক জানান, নিশ্চয়ই সরকারি আধিকারিকরা ভুল করে এ কাজ করেছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তুষারকান্তি মণ্ডল জানান নিধুর ভোটার কার্ডের ছবির জায়গায় পাড়ার অন্য এক মহিলার ছবি রয়েছে তবে জেন্ডার পুরুষ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। তা বলে যে কেউ ফর্ম পূরণ করলেই তো সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতে পারে না। এক্ষেত্রে তুষারের দাবি, ভুল কোনও সরকারি আধিকারিক করেছে যারা তখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দায়িত্ব ছিলেন। তাঁর দাবি, আধিকারিকদের জানিয়েছেন, প্রাপ্য টাকা ফেরত দিলে রেহাই মিলবে যুবকের। নিধু বলেছেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে এতদিন যাবত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের যা টাকা ঢুকেছে তিনি ফেরত দিতে প্রস্তুত, তবে কোনও আইনি জটিলতায় জড়াতে চান না।

নারীশক্তির হাতে এবার জেলার দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের বাম শাসন বা তৃণমূলের শাসন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় জেলাশাসক থেকে শুরু করে জেলা পুলিশ সুপার হোক বা বিধায়ক কিংবা সাংসদ জেলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাতে দেখা গিয়েছে পুরুষদেরই। রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এদিকে বর্ধমান দক্ষিণে প্রথমবার জয়ী হন বিজেপির মহিলা প্রার্থী। অন্যদিকে আউশগ্রামের জয়ী হন মহিলা বিজেপির প্রার্থী এবং দু'জনেই জায়গা পেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রিসভায়, বলা যেতেই পারে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত রাজনৈতিক আঙিনায়।

অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রশাসনিকস্তরে শীর্ষে রয়েছেন জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল, আর সোমবার রাজ্য সরকার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে পুষ্পা আইপিএসকে। বর্তমানে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী জেলা। এই বিষয়টা যেমন একদিকে নারীশক্তির উত্থানকে স্বাগত জানাচ্ছে, তেমনই স্বচ্ছ ও মানবিক প্রশাসনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে জনমানসে।

সম্প্রতি বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। এই কেন্দ্র থেকে এর আগে কোনও মহিলা বিধায়ক নির্বাচিত হননি, যা নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অন্যদিকে আউশগ্রামেও এবার এক মহিলা কলিতা মাজি ভোটে জেতার পর মন্ত্রী হয়েছেন। কলিতা মাজি ও মৌমিতা মিশ্রের ওপর যেমন বিধায়ক দায়িত্ব তার পাশাপাশি, পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্তমান জেলাশাসক হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন অভিজ্ঞ আইএএস শ্বেতা আগরওয়াল। আর এবার এই জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন আইপিএস পুষ্পা। একই জেলায়, বিশেষত জেলা সদর বর্ধমান অঞ্চলে, বিধায়ক মন্ত্রী এবং দু'টি সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার, নারীদের হাতে থাকার এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। এই নারীদের নেতৃত্ব জেলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন বার্তা দিচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের আপামর জনসাধারণ এখন গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে, এই নারী নেতৃত্ব কতটা দূরদর্শিতা, সংবেদনশীলতা এবং সততার সঙ্গে জেলার উন্নয়নে কাজ করে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ -আইবিসি -২০১৬ অধীনে
অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)

রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/২এ, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা পব ৭০০০২৬

ঘোষণার তারিখ : ১০.০৬.২০২৬ | **ই-নিলামের তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬ সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত**

(স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের শেষ ৫ মিনিটে ডাক এর প্রেক্ষিতে, নিলাম বিক্রয় সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত)

অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) এর সম্পদ এবং সম্পত্তি মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য ০৭.০৩.২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক বিক্রি করা হবে। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাট ফর্মে **https://www.baanknet.com** মাধ্যমে।

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা পরিমাণ	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
এলআর খতিয়ান নং ৪৯, ২৩০, ৩৯৮, ২২৫, ২৩২, ১৫৫, ২৭৩ এবং ২৮৪, মৌজা নাকরাজুড়িয়া, জেএল নং ২৬, থানা : সালানপুর, জেলা : বর্ধমান, প্লট নং ৬০২, ৬০৪, ৬০৯ এবং ৬১১/১১২৪। জমির এরিয়া ২ একর। দলিল নং ৯৩৯/২০১০ অনুযায়ী বিস্তারিত নির্দিষ্ট উল্লিখিত।	ব্লক -১	২,১৩,৫০,০০০ টাকা	২১,৩৫,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা
প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি (স্ক্র্যাপ)	ব্লক -২,	৫১.৬ প্রতি কেজি	৫০,০০০ টাকা	১ টাকা প্রতি কেজি

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাবলী নিম্নে বর্ণিত মতে :

১. ই-নিলাম শুধুমাত্র **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** পরিচালিত হবে।
২. সম্পদের বিবরণ, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার নথি **https://www/baanknet.com** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ নম্বর +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি - **support.baanknet@psballiance.com**
৩. সম্ভাব্য দরদাতারা পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে শ্রী বিজেন্দ্রর শর্মার সাথে যোগাযোগ করে ০১১-৪১৫৭৮৪১০ উপরে উল্লিখিত সম্পদগুলি সাইটে পরিদর্শন করতে পারবেন।
৪. আগ্রহী দরদাতাদের নির্ধারিত তারিখের আগে ই-নিলাম পোর্টালে তাদের ই-ওয়ালেটে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
৫. আগ্রহী দরদাতাকে ই-প্রক্রিয়া নথিতে উল্লেখিত ই-নিলাম অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে। এই পরিশিষ্টগুলির ফরম্যাট সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি থেকে নেওয়া যেতে পারে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতারা এই মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা দাখিল করবেন যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনের ২৯এ ধারার অধীনে তাদের কোনো অযোগ্যতা নেই এবং যদি কোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে জমাকৃত বায়নার অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৭. লিকুইডেটর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত/বাতিল করার, অথবা নিলাম প্রক্রিয়া থেকে যেকোনো সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ প্রত্যাহার করার নিরঙ্কুশ অধিকার রাখেন।
৮. বিক্রয় সনদ/চুক্তি সফল দরদাতা/তার মনোনীত ব্যক্তি/হস্তান্তরগ্রহীতার নামে জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না।
৯. এই বিক্রয় ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কারাপসি কোড ২০১৬-এর বিধানাবলী, অর্থাৎ বিশেষত ২৯এ ধারা এবং সফল দরদাতা এবং/অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি/হস্তান্তরগ্রহীতার জন্য এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানাবলীর অধীন হবে।
১০. লিকুইডেটর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই, যেকোনো সময়ে এবং যেকোনো দিক থেকে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সংশোধন এবং/অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১১. এই বিক্রয়টি মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চে বর্তমানে বিচারাধীন আইএ ৮৪৩/২০২৫-এর চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল।
১২. সকল সম্ভাব্য দরদাতাকে এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ই-প্রক্রিয়ার নথিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে এবং নিজেদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে সম্পদের সকল বিবরণ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় সেগুলোর প্রকৃতি, অবস্থা, স্বত্ব, দায়বদ্ধতা এবং যেকোনো বিচারাধীন বা সম্ভাব্য মামলা, সাবধানে ও স্বাধীনভাবে পরীক্ষা, যাচাই এবং সে বিষয়ে নিজেদের সন্তুষ্ট করেন। দর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে সম্পদের সাথে সম্পর্কিত সকল ঝুঁকি, আকস্মিকতা এবং প্রতিবন্ধকতার পূর্ণ জ্ঞান, স্বীকৃতি এবং দায়ভার গ্রহণ হিসেবে গণ্য করা হবে। দরদাতা সম্পূর্ণরূপে নিজ ঝুঁকি, খরচ এবং পরিণতির ওপর নির্ভর করে অংশগ্রহণ করবেন। লিকুইডেটর এবং স্টেকহোল্ডার পরামর্শ কমিটি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত কোনো ঘাটতি, বিরোধ, দাবি, দায়বদ্ধতা বা মামলার জন্য কোনোভাবেই দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে না, তা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে উদ্ভূত যাই হোক না কেন। কোনো পর্যায়েই লিকুইডেটর বা স্টেকহোল্ডার পরামর্শ কমিটির বিরুদ্ধে কোনো ধরনের দাবি, চাহিদা বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না এবং দরদাতা এই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিকার, ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতি দাবি করার সকল অধিকার স্পষ্টভাবে পরিত্যাগ করছেন।

স্বা/-
সিএমএ বিজেন্দ্রর শর্মা
লিকুইডেটর- মেসার্স অ্যাম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022
রেজি. অফিস : ভিআরএসএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
বিল্ডিং নং ১১, ৪র্থ তল, হরগোবিন্দ এনক্লেভ, বিকাশ মার্গ, দিল্লি-১১০০৯২
প্রসেস ই-মেইল আইডি : cirp.acipl@gmail.com
রেজি. ইমেইল আইডি : vijender@vsa.net.in
ফোন : ০১১-৪১৫৭৮৪১০
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত

তারিখ : ১০.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

একাধিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনা, যক্ষ্মা রোগীদের দত্তক সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও গতিশীল করতে একগুচ্ছ নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনা হল। বালুরঘাট শহরের বালুছায়া সভাগৃহে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পরিষেবাগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। এদিনের কর্মসূচিতে জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি যক্ষ্মা দূরীকরণে এক মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রমানিয়ান টি, বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিধায়ক বিদ্যুৎ রায়, বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়, বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) ডাঃ সুদীপ দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক এবং আশাকর্মীরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি ব্লকের একাধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। এর ফলে গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স জেলা হাসপাতালের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যা জেলার জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার যক্ষ্মা (টিবি) রোগকে একটি অত্যন্ত 'চ্যালেঞ্জিং' বা উদ্বেগজনক রোগ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যক্ষ্মা একটি অত্যন্ত কঠিন রোগ। সঠিক সময়ে যদি এই রোগ নির্ণয় না-করা যায় এবং চিকিৎসায় দেরি হয়ে যায়, তবে চিকিৎসকদেরও আর কিছু করার থাকে না। তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে জানান, 'মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস' নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে এই রোগটি ছড়ায়। এই ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত রূপ পরিবর্তন বা মিউটেশন করার ক্ষমতা রয়েছে। চিকিৎসায় অবহেলা বা ওষুধ মাঝপথে ছেড়ে দিলে এই ব্যাকটেরিয়ার মিউটেশন ঘটে এবং রোগটি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে, যার ফলে পরবর্তীতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকও আর কাজ হয় না। তাই স্বাস্থ্য দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিক থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ে কর্মরত আশাকর্মী, সকলকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান তিনি।

এই লড়াইয়ের অংশ হিসেবে এদিন যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির আওতায় জেলার ৩০০ জন যক্ষ্মা রোগীকে দত্তক (নিক্ষয় মিত্র) নেওয়ার এক বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায়। আগামী ছ'মাস ধরে এই রোগীদের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় কিট প্রদান করা হবে। এই মানবিক উদ্যোগে শামিল হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার নিজে ১০ জন যক্ষ্মা রোগীকে দত্তক নেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত চারজন বিধায়কও একজন করে যক্ষ্মা রোগীর পুষ্টি ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সামগ্রিকভাবে, যক্ষা রোগীদের পুষ্টি সহায়তা এবং নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবার এই সম্প্রসারণকে জেলার চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সদর্থক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

পিকেএস লিমিটেড-এর (লিকুইডেশনে থাকা) সম্পদের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৩(১) অনুযায়ী সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে পিকেএস লিমিটেড-এর নিচে বর্ণিত সম্পদগুলি লিকুইডেশনের অধীনে নিচে প্রদত্ত সারণীতে উল্লেখিত তারিখে "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "যা যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "যে অবস্থায় আছে এবং বিনা দায় ভিত্তিতে" বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নিজ নিজ সম্পত্তির বিপরীতে নিচের সারণীতে উল্লেখিত হিসাবে হবে। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ওয়েব পোর্টাল ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home -এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে। সাধারণভাবে জনসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সম্পদের তফসিল (টাকায়)

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বৃদ্ধির পরিমাণ
১	৩টি মোটর যান যথা (ক) হোন্ডা সিটি ১.৫ জিএক্সআই এমটি, (খ) হোন্ডা অ্যাকর্ড ভিটিআই এলএটি, এবং (গ) অ্যাম্বাসেডর মোটর কার শেয়ারসমূহ	১,৫৭,৫৫০	১৫,৭৫৫	৩,১৫১
২	(ক) ক্রিসেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেড (খ) পিকেএস কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড, (গ) অ্যাপোলো কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড, এবং (ঘ) ইম্পেরিয়াল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড	৩০,৩৪,৮০০	৩,০৩,৪৮০	৬০,৬৯৬

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২১.০৬.২০২৬
বিড করার শেষ তারিখ/সময় : ২৩.০৬.২০২৬, ১৭:০০ ঘটিকা

বিক্রয়টি প্রসেস ডকুমেন্টে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে:

১. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সেরা তথ্য অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনো ভুল, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে নিজেদের পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার দায়িত্ব বিডারদের হবে। আগ্রহী বিডারদের নিলামে রাখা সম্পদগুলি প্রকাশের তারিখ থেকে নথিপত্র এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত সাইটগুলিতে পরিদর্শন করার অনুমতি দেওয়া হবে। ই-নিলাম হওয়া সম্পদের ক্ষেত্রে লিকুইডেটর কোনো চার্জ, লিয়েন, দায়বদ্ধতা, বা সরকার বা অন্য কারও কোনো বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না। ইচ্ছুক বিডারকে সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা, যার মধ্যে বিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতা, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৩. আগ্রহী বিডারদের ই-নিলাম ওয়েব পোর্টালে ইএমডি জমা দিতে হবে।
৪. বিড জমা দেওয়ার আগে এবং ই-নিলাম কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য বিডারদের ই-নিলাম ওয়েব পোর্টালে যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ: ১০.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অশোক কুমার আগরওয়াল
লিকুইডেটর, পিকেএস লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N 00626/2018-2019/11898

যোগাযোগের ঠিকানা: প্রযত্নে সিংঘি আইপি সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, রাজা চেম্বার, ১ম ফ্লোর, ৪ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ashok.agarwal@singhiipsolutions.com, ফোন: ৯৮৩১০৬০৪৫২
রেজিস্টার্ড ঠিকানা: অশ্বিনী - ডি/৪, নীলাচল আবাসন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, ৯৮ রাজডাঙ্গা গোল্ড পার্ক, কসবা, ই.কে.টি., পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১০৭, ashok.agarwal@singhiipsolutions.com

অজয় থেকে অবৈধ বালি পাচার! কাঁকসায় ধৃত শেখ হিরণ মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অজয় নদ থেকে অবৈধ ভাবে বালি তুলে পাচারের অভিযোগে কাঁকসার জাহাঁগড়িয়া এলাকার বাসিন্দা শেখ হিরণ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই শেখ হিরণ মণ্ডল অবৈধ বালি মজুত ও পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অভিযোগ, অবৈধ বালি ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর মালিকানাধীন একাধিক ট্রাক্টরের মাধ্যমে বিদবিহার সংলগ্ন অজয় নদ থেকে বালি তুলে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাচার করা হত বলেও অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এতদিন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে কড়া অভিযানের আবহে এবার সক্রিয় হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। দীর্ঘদিনের অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার শেখ হিরণ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ বালি মজুত এবং বালি পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তদন্তকারীরা ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোথায় কোথায় বালি মজুত করা হত এবং পাচার নেটওয়ার্ক কতটা বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড

CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল : sclinvestors@somanyceramics.com/ corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট : www.somanyceramics.com

নোটিশ

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড এর ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তরের অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তিকরণ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২) ২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহের হস্তান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তিকরণের জন্য **৫ ফেব্রুয়ারি২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত** এক বছরের মেয়াদে বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা প্রদানের আরও এক সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তর অনুরোধ যা বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি নথি দাখিলের অপ্রতুলতার কারণে/প্রক্রিয়া বা অন্যভাবে ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে দাখিল করা, তার ভ্রম সংশোধন করে সম্পূর্ণ নথিতথ্যের মাধ্যমে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সময়ের এক বছরের মেয়াদে হস্তান্তর এর নথিভুক্তিকরণ করা হবে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা . লি., ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩ ২২৪৮ -২২৪৮/২২৪৩-৫০২৯ বা ই-মেল : contact@mdplcorporate.com।

হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহ কেবল ডিমাট আকারে ইস্যু করা হবে এবং লক-ইন অধীনে থাকবে একবছরের মেয়াদে হস্তান্তরের নথিভুক্তিকরণের তারিখ থেকে, আরটিএ দ্বারা সমুদয় নথি যথাযথ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে।

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ৯ জুন ২০২৬
স্থান : নয়ডা

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN No : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬, পঃবঃ, ভারত,
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/৪৬, **ফ্যাক্স :** ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; **ওয়েবসাইট** : www.ahleast.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৪(৬) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলসের রুল ৬ সংস্থান অধীনে এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে (রুলস) অনুযায়ী, **৩১ মার্চ ২০১৯** সালে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ একাদিক্রমে সাত বছর অদাবিকৃত রয়েছে তা **১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬** তারিখে আইইপিএফ তে স্থানান্তর করা হবে।

যে সকল শেয়ারহোল্ডার এর শেয়ারসমূহ আইইপিএফ তে স্থানান্তর করা হবে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা হচ্ছে যে, ক) সর্বশেষ নথিভুক্ত ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ahleast.com থেকে পাওয়া যাবে, খ) আপনাদের নামে নথিভুক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্বাভাবিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য হবে না।

৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখের মধ্যে কোনও বৈধ দাবি কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত না হলে কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০১৯ আর্থিক বর্ষের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ আইইপিএফ অথরিটির অ্যাকাউন্টে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই স্থানান্তর করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, শেয়ারসমূহ স্থানান্তর পরবর্তীতে কোম্পানির শেয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে সকল কর্পোরেট সুবিধাদি আইইপিএফ এর অনুকূলে বর্তাবে এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার অধিকারের ফলে যে ভোটাধিকার তাও নিষ্ক্রিয় করা হবে কারণ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট শেয়ার অধিকারীই তা দাবির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, আইইপিএফ তে স্থানান্তরিত অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং শেয়ারসমূহ বিষয়ে কোম্পানির কাছে শেয়ারহোল্ডারগণ কোনও দাবি করতে পারবেন না। শেয়ারহোল্ডারগণ আইইপিএফ ওয়েবসাইটে বিস্তারিত উপলব্ধ www.iepf.gov.in মতে আইইপিএফ রুলসের রুল ৭ সংস্থান অধীনে নির্দেশাবলি অনুযায়ী আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এবং ডিভিডেন্ড দাবি করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা/বিশ্লেষণের জন্য শেয়ারহোল্ডাগণ অবশ্যই যোগাযোগ করবেন : কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং স্থানান্তর প্রতিনিধি **মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লি.**, শ্রী সুরেশ বাবু ডি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেলেনিয়াম বিল্ডিং, টাওয়ার-বি, প্লট নং ৩১ এবং ৩২, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লি মণ্ডল, হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা ভারত-৫০০০৩২। ফোন : ৯১-৪০-৬৭১৬১৫১৮, ফ্যাক্স : ০৪০- ৬৭১৬ ১৫৫৩; নিঃশুল্ক নং : ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১; ইমেল : einward.ris@kfintech.com।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ জুন ২০২৬

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, **ওয়েবসাইট :** www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন : ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com

৯২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং, রেকর্ড ডেট এবং বুক ক্লোজার এর নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের ৯২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (**"এজিএম"**) অনুষ্ঠিত হবে **শুক্রবার ৩ জুলাই ২০২৬ তারিখ সকাল ১০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং /আদার অডিও ভিসুয়ার মিনস (**"ভিসি/ওএভিএম"**) মাধ্যমে, সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের(আইন) প্রযোজ্য সংস্থান অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রুলস (লিস্টিং রেগুলেশনস), তৎসব পঠিত এমসিএ সার্কুলার সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, এজিএম-এ যোগদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ এজিএম-এর নোটিশ ইতোমধ্যে সদস্যদের নিবন্ধিত ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। নোটিশটি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com**-এর 'বিনিয়োগকারী' বিভাগে, এছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা **www.nseindia.com** ও **www.bseindia.com**-এ এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (**"সিডিএসএল"**)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

আইনের ১০৮ ধারা, সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর ২০ নং বিধি, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪৪ নং প্রবিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে এবং এর জন্য কোম্পানি ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য সিডিএসএল -কে নিযুক্ত করেছে। যে সকল সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করেননি, তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীনও ই-ভোটিং-এর সুবিধা উপলব্ধ করা হবে।

১. দূরবর্তী ই-ভোটিং **মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০২৬ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬ বিকাল ৫টায় (আইএসটি)** শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পর দূরবর্তী ই-ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
২. যে সকল সদস্যের নাম **"কাট-অফ তারিখ" অর্থাৎ শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬ তারিখে** সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে থাকবে, তাঁরা এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
৩. ইলেকট্রনিক ও ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য এবং যে সকল সদস্য তাঁদের ই-মেইল আইডি রেজিস্টার করেননি, তাঁদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির ই-মেইলের মাধ্যমে এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **secretarial@gillandersarbuthnot.com**-এ কোম্পানির ই-মেইল আইডিতে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, আপনি যদি রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এর সাথে রেজিস্টার করে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার ভোট দেওয়ার জন্য আপনার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি যদি আপনার পাসওয়ার্ড ভুলে যান, তাহলে **www.evotingindia.com**-এ উপলব্ধ **"Forgot User Details/Password?"** অথবা **"Physical User Reset Password?"** বিকল্পটি ব্যবহার করে আপনার পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

সিএস অশোক দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, (এফসিএস - ২৬৯৯, সিপি নং - ২৯৪৮), এজিএম-এর আগে/সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

রেকর্ড ডেট, বুক ক্লোজার এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান

শেয়ারহোল্ডাররা অবগত হবেন যে, পরিচালনা পর্ষদ সোমবার, ১১ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভায় কোম্পানির ৭.৭৫ শতাংশ কিউমুলেটিভ রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ারের (সিআরপিএস) উপর ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের জন্য লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই **শনিবার, ২৭ জুন, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ৩ জুলাই, ২০২৬** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সেইসব অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদেরকে ইলেকট্রনিকভাবে প্রদান/জমা করা হবে, যাদের নাম **রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬** অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে রয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **www.evotingindia.com**-এর হেল্প সেকশনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল করতে পারেন বা ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ জুন, ২০২৬

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L46620WB2024PLC268366
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯১
টেলিফোন : (০৩৩) ৪৬০৪ ১০৬৬
ইমেল : cs@ganeshinfra.com ওয়েবসাইট : www.ganeshinfra.com

আর্থিক বর্ষ ২০২৬-২৭ এর ১ম অতিরিক্ত সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের ২০২৬-২৭ আর্থিক বর্ষের ১ম অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) বৃহস্পতিবার ২ জুলাই ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) এবং আদার ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক (এমসিএ) (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লেখ্য) এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১, ৫ জানুয়ারি ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ (যৌথভাবে সেবি সার্কুলার হিসেবে উল্লেখ্য) এবং (যৌথভাবে সার্কুলার হিসেবে উল্লেখ্য) অনুযায়ী ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ স্থানে রেজিস্টার্ড অফিসে এজিএম/ইজিএম সভা অনুষ্ঠানের অনুমোদন এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির সদস্যগণকে প্রেরিত নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।

উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি সোমবার, ৮ জুন ২০২৬ তারিখে ইজিএম নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যারা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ("ডিপি")র সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, অর্থাৎ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই") যথাক্রমে www.nseindia.com এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা ২০১৪ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডাড -২ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোবাজর রিকোয়ারমেন্টস) বিধিমালা, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫") এর রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী, সময়ে সময়ে সংশোধিত, কোম্পানি বৃহস্পতিবার ২৫ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে, কাট-অফ ডেট, তারিখ অনুসারে, তার শেয়ারধারী সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করেছে। সদস্যরা ই-ভোটিং সিস্টেম ("রিমোট ই-ভোটিং") ব্যবহার করে অথবা অতিরিক্ত সাধারণ সভার ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। অতিরিক্ত সাধারণ সভার রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি/নির্দেশনা অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে, সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে :

১. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংযুক্তি সহ নোটিশ পাঠানোর তারিখ : ৮ জুন ২০২৬।
২. রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় হল ২৯ জুন ২০২৬, সকাল ৯টা এবং রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় হল ১ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫টা। এখানে উল্লিখিত শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
৩. ই-ভোটিং এর জন্য কাট-অফ তারিখ বৃহস্পতিবার ২৫ জুন ২০২৬।
৪. বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর যারা শেয়ার কিনেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে যারা যোগ্য সদস্য, তারা https://instavote.linkintime.co.in ঠিকানায় ই-ভোটিং এর জন্য অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
৫. ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রস্তাবে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা অতিরিক্ত সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী অতিরিক্ত সাধারণ সভায় নোটিশে দেওয়া আছে।
৬. যেসব সদস্য অতিরিক্ত সাধারণ সভায় পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় যোগদান/অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু তাদের পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৭. যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা আমানতকারীদের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
৮. যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপিতে নিবন্ধিত নয় তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের পদ্ধতি ইজিএম নোটিশে পাওয়া যাবে।
৯. কোম্পানি এবং সভার বিজ্ঞপ্তি যেখানে প্রদর্শিত হয় সেই সংস্থার ওয়েবসাইট ঠিকানা : কোম্পানি : www.ganeshinfra.com, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড www.in.mpms.mufg.com।
১০. ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিবরণ :

নাম	পদাধিকার	ইমেল ঠিকানা	ফোন নং
(ক) শ্রীমতী বিয়াস মৈত্র	কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার	cs@ganeshinfra.com	(০৩৩) ৪৬০৪১০৬৬
(খ) শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া	স্ক্রুটিনাইজার	raj@manojbanthia.com	(+ ৯১) ৯৮৩১৫৮২১৫৪
(গ) শ্রী রাজীব রঞ্জন	সিনিয়র অ্যাসি. ভাইস প্রেসিডেন্ট	insta.vote@in.mpms.mufg.com	(০২২) ৪৯১৮৬০০০

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ইনস্টাভোট হেল্পডেস্কে enotices@in.mpms.mufg.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টেলিফোন ০২২- ৪৯১৮ ৬০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বিয়াস মৈত্র
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ০৯.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আশার আলো দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম-সহ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে নিয়ে কোলাঘাটে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সেখানে দুই মেদিনীপুরের জ্বলন্ত সমস্যা বন্যা নিয়ন্ত্রণে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের ক্ষেত্রে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঘাটাল মহকুমার সবকটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনের আগে সেখানে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল মাস্টার প্ল্যান রূপায়নের। সেই প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করব।

এদিনের বৈঠকে বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসনের আগাম প্রস্তুতি নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তার আগে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি বিষয়ে সেচ ভবনে একটি বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে প্রশাসনিক বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক চলে প্রায় তিন ঘণ্টা। বৈঠকে পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূলের দুই বিধায়ক দিনেন রায় ও শিউলি সাহাকেও ডাকা হয়েছিল। তিন জেলার এই দুই বিরোধী বিধায়ক সহ মোট ৩৫ জন বিধায়কই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক, বিডিও, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, আইসি, ওসিরাও ছিলেন। ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের সচিবেরা। নন্দীগ্রাম-সহ স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সমস্ত রকমের কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের উন্নয়নী প্রকল্পগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরী করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও রকম চাপের কাছে নতিস্বীকার না-করে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে বলেন। এদিনের বৈঠকে তিন জেলার বিভিন্ন এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা এবং হাতি ও মানুষের সংঘাতের বিষয়টিও উঠে আসে।

ডেথ সার্টিফিকেট জাল করে টাকা আত্মসাতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই তৃণমূল নেতাদের একের পর এক কুকীর্তি ফাঁস হতে শুরু করেছে। এবার ডেথ সার্টিফিকেট জাল করে বিজেপি করার অপরাধে দীর্ঘদিন বিজেপি কর্মীর টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। বিজেপি করার অপরাধে ডেথ সার্টিফিকেট জাল করে বিজেপি কর্মীর মেছোভেরির লিজের টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ তৃণমূল নেতা মানিক পরামানিকের বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ, ডেথ সার্টিফিকেট নকল করে প্রয়াত ব্যক্তির কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তৃণমূল নেতা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত মিনাখাঁ বিধানসভার অধীনস্থ আটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাকেরপাড়া গ্রামে।

অভিযোগকারী বৃদ্ধ বিজেপি কর্মী প্রদীপ ঢালি জানিয়েছেন, তাঁর জ্যাঠামশাই নিঃসন্তান ছিলেন সেই সুযোগে তাঁর প্রয়াত হওয়ার পর ডেথ সার্টিফিকেট জাল করে স্থানীয় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা মানিক পরামানিক মেছোভেরির লিজের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। টাকার পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় বারবার প্রশাসনের দারস্ত হলেও সুরাহা তিনি পাননি। অবশেষে রাজ্যে পালাবদল হতেই অর্থাৎ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই অভিযোগকারী বিজেপি কর্মী প্রদীপ ঢালি মেছোভেরির লিজের টাকা পাওয়ার আশায় হাড়োয়া থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। এই ঘটনায় মিনাখাঁর বিজেপি নেতা সৌমেন কর্মকার জানিয়েছেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা দলকে জানাব এবং আমাদের এই বিজেপি কর্মীর প্রদীপ ঢালি যাতে ন্যায্য বিচার পায় তার জন্য আমরা তার পাশে আছি।' অন্যদিকে হাড়োয়া থানায় অভিযোগ জানানোর পর হাড়োয়া থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পাশাপাশি অভিযোগকারী প্রদীপ ঢালি জানিয়েছেন, তাঁর প্রাপ্য টাকা তিনি যেন ফিরে পান।

জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় চার তৃণমূল নেতাকে ১৫ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল সিউড়ি আদালত। সাংরা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সাধন মণ্ডলও রয়েছেন এই তালিকায়। মিলন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ৮ জুন সাঁইথিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করলে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সাধন মণ্ডল-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁদের সিউড়ি আদালতে নিয়ে এলে সেই সময় আদালত চত্বরজুড়ে ওঠে 'চোর চোর' স্লোগানও। ভিড় সরিয়ে তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক চারজনকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN: L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, (২য় ফ্লোর), কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন নং: (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪

খালি করার বিজ্ঞপ্তি

১. **সায়ন বসু (ঋণগ্রহীতা) সায়ক বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা),** ৫/৩ আকবর সরণি বাই লেন পোঃ - ইটালগাছা, থানা - দমদম কলকাতা-৭০০০৭৯।
২. **সায়ন বসু (ঋণগ্রহীতা) সায়ক বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা),** শ্রী গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট-এ, ১ম ফ্লোর, দক্ষিণ-পূর্ব দিক, ৯৮/৫, নির্মল সেনগুপ্ত সরণি, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৯।
৩. **সায়ন বসু (ঋণগ্রহীতা) সায়ক বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা),** উর্মিলা এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড ইউনিট নং ৪, ২য় ফ্লোর, টার্মিনাস বিল্ডিং ১বি, স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে, নিউ টাউন, কলকাতা - ৭০০১৫৬।

(লোন অ্যাকাউন্ট নং : ২০৮৬৬৭৫১০০০০২৪৩১, ২০৮৬৬৭৫১০০০০২৪৫৫)

এটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে আপনাকে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে-
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. একটি আবাসিক ফ্ল্যাট যা হল ফ্ল্যাট নং এ (টাইলস ফ্লোরিং) ১ম ফ্লোরে (দক্ষিণ পূর্ব দিক), যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১০০ বর্গফুট কমবেশি, যেখানে ৩টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, ১টি ব্যালকনি রয়েছে, যা 'শ্রী গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের অন্তর্গত, এটি ০৮ কাঠা ২ ছটাক ১২ বর্গফুট কম বা বেশি জমির উপর নির্মিত যা মৌজা সুলতানপুর, জে.এল. নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, আর.এস. দাগ নং ২৪১২, খতিয়ান নং ১৪৯২, ১৫০৪, ১৪৮৩-তে অবস্থিত, দমদম পৌরসভার ওয়ার্ড নং ০৩-এর অন্তর্গত হোল্ডিং নং ৯৮/৫, নির্মল সেনগুপ্ত সরণি, নবপল্লী, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৯ উত্তর ২৪ পরগনা। **এর সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** লিস্কাত হোসেন তরফদার; **দক্ষিণে-** স্বপন গুপ্তের বাড়ি এবং নির্মল সেনগুপ্ত সরণি এবং মিস্টার বসাকের বাড়ি; **পূর্বে-** ১টি মাখনের বাড়ি এবং মিস্টার স্বপন গুপ্ত; **পশ্চিমে-** বসাকের বাড়ি এবং জলের ট্যাঙ্ক।
সেই সাথে এর ওপর বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কাঠামো ও নির্মাণ।
যেহেতু আপনি আপনার ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি, আমরা আপনাকে ২১-০৮-২০২৪ তারিখে সারফায়েসি আইন ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং আপনাকে ০৯.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ২৪,৩১,১০৯.০০ টাকা এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে।
যেহেতু আপনি ধারা ১৩(২) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করেননি, ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে ২২-১১-২০২৪ তারিখে সারফায়েসি আইন ২০০২-এর ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে বন্ধক রাখা সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছে এবং আবারও ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বারবার চেষ্টা করার পরও আপনি আজ পর্যন্ত আপনার বকেয়া পরিশোধ করেননি। তাই আমরা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে আপনার সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং আমাদের বকেয়া নিষ্পত্তির দিকে এটি বাস্তবায়িত করতে বাধ্য হচ্ছি।
এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে প্রাঙ্গণটি খালি করার এবং খালি ও শান্তিপূর্ণ দখল হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় আমরা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আপনাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হব।
 # দ্রষ্টব্য
এই **১৭-০৬-২০২৬ তারিখে** (সম্ভাব্য) আমরা প্রকৃত দখল নেব।

তারিখ: ০২.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্ব/-
অনুমোদিত আধিকারিক, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টি নাম্বার : U65990MH1991PLC060670
১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
ফোন : ৯১ ২২ ৬৬০৬ ৯০০০ ওয়েবসাইট : www.tatacapital.com

দাবি নোটিশ

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('বিধি') এর বিধি ৩ এর সাথে পড়া হয়েছে।
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের অধীনে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল)-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং বিধির ধারা ১৩ (১২) এবং বিধি ৩ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইতিমধ্যেই ০৮.০৬.২০২৬ তারিখে জারি করা বিস্তারিত দাবি নোটিশ আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে, ঋণগ্রহীতা/দায়বদ্ধকারী/জামিনদাতা(গণ) (সকল এককভাবে বা একসাথে এখানে তালিকাভুক্ত 'উত্তরদায়ী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), ০৮.০৬.২০২৬ তারিখের দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, নীচে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে। উক্ত নোটিশের অনুলিপি নিবন্ধিত ডাকঘর এ.ডি. দ্বারা জারি করা হয় এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ থাকে, এবং উক্ত বাধ্যবাধকতাকারীরা, যদি চান, স্বাভাবিক অফিসের সময় যেকোনো কাজের দিন নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।
উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত, এতদ্বারা আবারও উল্লেখিত বাধ্যবাধকতাকারীদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, এখানে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ, কলাম (ডি) তে উল্লেখিত তারিখ থেকে ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য নথি/লেখা, যদি থাকে, সহ পঠিত অর্থ প্রদান এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত, নীচে বর্ণিত সুদ সহ, তাদের নিজ নিজ নামে টিসিএল-কে পরিশোধ করতে হবে। ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য জামানত হিসেবে, নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) টিসিএল-এর কাছে দায়বদ্ধকারী নং ১ কর্তৃক বন্ধক রাখা হয়েছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং (এ)	উত্তরদায়ী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ) এর নাম (বি)	মোট বকেয়া (টা) নিম্নোক্ত তারিখ মতে (সি)	দাবি নোটিশের তারিখ এবং এনপিএ তারিখ (ডি)	জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পদ/বন্ধকদত্ত সম্পদসমূহের বিবরণ (ই)
১০০০২২২৭৮৫	১. **মহামায়া ইমপেক্স** জিটি রোড, পলাশ ডাঙ্গা, টিবি হসপিটালের পিছনে,মৌজা : সেরাসোল রাজবাড়ি, আসানসোল, পশ্চিমবর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩৩৫৮ -ঋণগ্রহীতা/দায়বদ্ধকারী, ২) **শ্রী বিকাশ গর্গ,** ১০১ ওয়ার্ড -৯,চকারপনি, মহল্লা পেহোয়া, কুরুক্ষেত্র, হরিয়াণা ১৩৬১২৮ - জামিনদাতা ৩) **শ্রী পঙ্কজ গোয়েল,** হাউস নং ১৬৭, সামনের দিকে, অশোকা এনক্লেভ, পার্ট ১, সেক্টর -৩৪, অমরনগর, ফরিদাবাদ, হরিয়াণা -১২১০০৩ -জামিনদাতা	ঋণ পরিমাণ ৩,১১,৩৮, ১৬০ টাকা (তিন কোটি এগারো লাখ আটত্রিশ হাজার একশো ষাট টাকা) ০৩.০৬.২০২৬ অনুযায়ী।	যথাক্রমে : ০৮.০৬.২০২৬ এবং ২৮.০৫.২০২৬	(আরও বিস্তারিতভাবে তপশিল -এ তে বর্ণিত)

*পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ আরও নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত দাবি নোটিশে তারিখ ০৮.০৬.২০২৬ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে আদায় এবং /বা উশুলের জন্য। যদি উক্ত উত্তরদায়ী আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন টিসিএল এর নিকট উল্লিখিত মতে, পরবর্তীতে টিসিএল উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধি/উত্তরদায়ীগণের ঝুঁকি এবং যাবতীয় দায়দায়িত্বে।
উক্ত উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিগণকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ কোনওভাবেই বিক্রি, ইজারা বা অন্যভাবে টিসিএল এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আইনি সতর্কতা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুল মোতাবেক জেল এবং/বা জরিমানার আওতায় পড়বেন।

তপশিল -এ
দায়বদ্ধকারী নং ১ -মহামায়া ইমপেক্স কর্তৃক দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ

প্রাথমিক এবং সম্পূর্ণত দায়বদ্ধ মজুত এবং বুক ডেটস উভয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধকারী নং ১ যা টিসিএল কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান যেমন ইমেলে উল্লেখ করা হয়েছে তারিখ ২৩.১০.২০২৫অনুযায়ী দায়বদ্ধকারী নং ১ কর্তৃক টিসিএলকে উদ্দেশ্য করে তথ্য দেওয়া।

ক্রম নং	দফাগুলি	পরিমাণ
১	টিএমটি ৮এমএম	১২৯.২১
২	টিএমটি ১০ এমএম	১৫৮.৬৫
৩	টিএমটি ১২ এমএম	৮৪.২৮
৪	টিএমটি ৩২ এমএম	৬৫.৫৪
৫	এম এস ওয়ার	১৮.০৮
৬	টিএমটি ৬এমএম	৯৩.৫৪

তারিখ : ৮ জুন ২০২৬
স্থান : মুম্বই
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

SBI এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)

৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট - ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২০ , ইমেল: sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী রতন বাঁশফোড়,** পিতা- প্রয়াত মিশ্রী বাঁশফোড়, ঠিকানা- ৭১/৩, গলি নং ২২, সুগিয়া পাড়া, 'আজাদ হিন্দ ক্লাবের কাছে', ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, থানা- জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২৬ **অ্যাকাউন্ট নং ৩৪৭১৭২০৭৩৬৪ (এইচবিএল), ৩৪৭২৯৬৮৭০১৬ (সুরক্ষা) ৩৫৬৬২৮০৪৪৫৪ (টপ-আপ), ৩৭৪৬৫৬৬৯৭৮৯ (এমসি হোম টপ-আপ)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং বিল্ডিং পরিমাপ **০১ কাঠা ০৫ ছটাক ১৮ বর্গফুট** কমবেশি, মৌজা - কাঁকিনাড়া, জে.এল. নং ১২, তৌজি নং ১১৯৩, খতিয়ান নং ২৮, দাগ নং ২৮৩৩, প্লট নং ২, ভাটপাড়া পৌরসভার সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং ৭১, গলি নং ২২, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, থানা - জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২৬ -এ অবস্থিত। **১৯৯২ সালের দলিল নং আই-৫৮৯৩, এ.ডি.এস.আর.ও.- নৈহাটি। সম্পত্তিটি শ্রী রতন বাঁশফোড়, পিতা- প্রয়াত মিশ্রী বাঁশফোড় -এর নামে রয়েছে।**	১) ০৯.০৩.২০২৬ ২) ০৮.০৬.২০২৬ ৩) **১০,০৪,২৮৭.০০ টাকা** (দশ লক্ষ চার হাজার দুইশত সাতাশি টাকা মাত্র) **০৭.০৩.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর আরও সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ, খরচ ইত্যাদি।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রীমতি সোনালী বসু,** পিতা/ স্বামী- সুখেন্দু বসু, ফ্ল্যাট নং- ০১ (ইউ-৪০১), ৪র্থ ফ্লোর, ব্লক-ইউ, ফরচুন টাউনশিপ, ৪৯/২, যশোর রোড (পূর্ব), কাজীপাড়া, বারাসাত, পিন- ৭০০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **অ্যাকাউন্ট নং- ৪৩০০১৯২৮৮০২ (এইচবিএল) এবং ৪৩০০১৮৫৮০৬১ (সুরক্ষা লোন)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ০১ (ইউ-৪০১); সরকারী পোর্টাল অনুযায়ী ফরচুন টাউনশিপ নামে পরিচিত বহুতল ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে ব্লক-ইউ যা **ফরচুন সিটি** হিসাবে পরিচিত এবং যার একই প্রেমিসেসের ঠিকানা অর্থাৎ ৪৯/২, যশোর রোড, কাজীপাড়া, পোঃ- বারাসাত, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং- ০১, পৌরসভা- বারাসাত, কলকাতা, পিন কোড- ৭০০১২৫, যার কার্পেট এরিয়া **৯৩৯ বর্গফুট** এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১৩০৪ বর্গফুট,** সাথে একটি কভারড কার পার্কিং স্পেস। এছাড়াও, **মোট ৭.৮৫ একর** (প্রায়) জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগ, যা মৌজা- সিটি/সিথিতে থানা বারাসাতের এক্তিয়ারে অবস্থিত, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং ১০১, তৌজি নং ১৪৬ যা **নিম্নলিখিত দ্বারা বেষ্টিত:- উত্তরে-** জে.বি.ডব্লিউ. (ইট ভাটা), **দক্ষিণে-** খোলা জমি (ডিজায়ার গ্রুপ), **পূর্বে-** জে.বি.ডব্লিউ. (ইট ভাটা), **পশ্চিমে-** যশোর রোড (পূর্ব), ১১নং জাতীয় সড়ক (এন.এইচ.-৩৫)	১) ০৪.০৪.২০২৬ ২) ০৮.০৬.২০২৬ ৩) **৪৩,৩৪,৮৩৭.০০ টাকা** (তেতাল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) **০২.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর আরও সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ, খরচ ইত্যাদি।

তারিখ: ০৮.০৬.২০২৬
স্থান: কাঁকিনাড়া, বারাসাত
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বাঁকুড়া (৬৪১৮২)

৫ম ফ্লোর, চট্টাল'স বিল্ডিং, এসপিবিবি শাখা প্রেমিসেস, নূতনচটি, বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১০১ (পঃবঃ), ই-মেইল আইডি: sbi.64182@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং :- ৪৩২৪২১২৪৭৫৯ এবং ৪৩১৪০০৭৬৮৬৫

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বাঁকুড়া** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১১.০৩.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রভাত চক্রবর্তী, পিতা- শান্তিময় চক্রবর্তী, মালিয়ারা, বড়জোড়া, বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৪২, পশ্চিমবঙ্গ** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৮,৪৮,১১৭/- টাকা (আট লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশ সতেরো টাকা মাত্র) এবং ৩,৯০,৭৪৩/- টাকা (তিন লক্ষ নব্বই হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তৎসহ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৮ জুন, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **৮,৪৮,১১৭/- টাকা (আট লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশ সতেরো টাকা মাত্র) এবং ৩,৯০,৭৪৩/- টাকা (তিন লক্ষ নব্বই হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তৎসহ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, বাঁকুড়া** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

২০২১ সালের দলিল নং ২৫১৬ এবং ২০২২ সালের দলিল নং-০৫৭২
জে.এল. নং ৫, মৌজা- মালিয়ারা, প্লট নং ৩৮৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৫১৭০। মালিয়ারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মালিয়ারা, থানা- বড়জোড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪২।
সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- প্রবোধ চক্রবর্তীর বাড়ি, **দক্ষিণে-** আশিস অধিকারীর বাড়ি, **পূর্বে-** জয়ন্ত চক্রবর্তীর বাড়ি, **পশ্চিমে-** ১০ ফুট চওড়া গ্রামের কাঁচা রাস্তা।

তারিখ: ০৮.০৬.২০২৬
স্থান: বাঁকুড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০৭১

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **জনাব সেখ জাকির হোসেন,** পিতা-জনাব গোলাম রসুল। ঠিকানা- গ্রাম এবং পোঃ- মুন্ডালিকা, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৪০৪। **আরও ঠিকানা-** প্লট নং- ৮৭৮/১৮৮২, এল.আর খতিয়ান নং- ৪১১৮, জেএল নং- ১২৩, মৌজা মুন্ডালিকা, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৪০৪।	**ক)** ১১,৯৮,০৫৮.৯৭/- টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০২৩৭৩৫২৩০ এর অধীনে ৩১.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৩৭,৮৪৮.১৫/- টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০২৩৭৩৫২৪৩ এর অধীনে ৩১.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) অর্থাৎ ৩১.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী মোট ১২,৩৫,৯০৭.১২/- টাকা (বারো লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শো সাত টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র) বকেয়া, **খ)** ২০.০৬.২০২৫ **গ)** ০৯.০৬.২০২৬ (প্রতীকী)

তফসিল বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু প্রকৃতির ১০ শতক পরিমাপের জমি, প্লট নং-৮৭৮/১৮৮২, এল.আর খতিয়ান নং-৪১১৮, জে.এল নং- ১২৩, মৌজা- মুন্ডালিকা, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৪০৪, সাথে এর উপর একটি আবাসিক ভবন এবং কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিং এবং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত বা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত যেকোনো কিছুর সাথে সংযুক্ত সমস্ত প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ই। **সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** রাস্তা দ্বারা, **দক্ষিণে-** অন্যের সম্পত্তি দ্বারা, **পূর্বে-** অন্যের সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিমে-** অন্যের সম্পত্তি দ্বারা

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **শ্রী বিশ্বজিৎ সিংহ** পিতা নান্টুলাল সিংহ ২. **শ্রীমতি নান্টুলাল সিংহ** পিতা সুধীর চন্দ্র সিংহ ৩. **শ্রীমতি তনুশ্রী সিংহ বেরা** স্বামী সুনির্মল বেরা ৪. **শ্রী সুনির্মল বেরা** পিতা সুশান্ত বেরা **সকলে বসবাস করেন-** চাকনান, পূর্ব মেদিনীপুর, চাকনান, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৬৩৩	**ক)** ১৬৩১০৩৮.০৫/- টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১৮৩৫২৩২৪ এর অধীনে ১২-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫-০৫-২০২৫ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। এবং ২৮৪৯৬.৭৫/- টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১৮৩৫২৩৩৭ এর অধীনে ১২-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫-০৫-২০২৫ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) **খ)** ১১.১২.২০২৫ **গ)** ০৯.০৬.২০২৬ (প্রতীকী)

তফসিল বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. ৪ শতক পরিমাপের জমি, মৌজা- চাকনান, জে.এল নং-৪৭, খতিয়ান নং-৭৮৭ এবং ৭৯০, প্লট নং-৮৩৮, থানা- চণ্ডীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পোঃ- চাকনান, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৬৩৩, এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত বিল্ডিং এবং কাঠামো সহ।

তারিখ: ১০.০৬.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায় ।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ
১. **মেসার্স ডিএপি ফ্যাশন ক্রিয়েশন্স প্রাইভেট লিমিটেড** এক্স-২৫ এস.এ. ফারুকী রোড, পোঃ- বারতলা, থানা- নাদিয়াল, কলকাতা-৭০০০১৮। আরও ঠিকানা- গ্রাম- দুলালপুর, পোঃ- খাগড়ামুড়ি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪০। ২. **জনাব সাবির আলী শেখ (ডিরেক্টর/গ্যারান্টর)** পিতা- প্রয়াত আনসার আলী শেখ এক্স-২৫ এস.এ. ফারুকী রোড, পোঃ- বারতলা, থানা- নাদিয়াল, কলকাতা- ৭০০০১৮। ৩. **জনাব সেখ আবিদ আলী (ডিরেক্টর/গ্যারান্টর)** পিতা- প্রয়াত আনসার আলী এক্স-২৫ এস.এ. ফারুকী রোড, পোঃ- বারতলা, থানা- নাদিয়াল, কলকাতা- ৭০০০১৮। ৪. **নাসরিন পারভীন (ডিরেক্টর/গ্যারান্টর)** স্বামী- সেখ আবিদ আলী এক্স-২৫ এস.এ. ফারুকী রোড, পোঃ- বারতলা, থানা- নাদিয়াল, কলকাতা- ৭০০০১৮।	**ক)** **৪,৪১,২২,০৯৮.২২ টাকা** (চার কোটি একচল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার আটানব্বই টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র) লোন অ্যাকাউন্ট নং ******* ৮৪৮১ এর অধীনে ২৮.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণে ২৮.০২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত), **খ)** ১২.০৮.২০২৫ **গ)** ০৬-০৬-২০২৬ (বাস্তবিক দখল)

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :

১) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. জমি পরিমাপ কম বা বেশি ৫ কাঠা ১ ছটাক এবং ১০ (দশ) বর্গফুট ২৮ শতক এর মধ্য থেকে দাগ নং ১৮৯ থেকে, এবং ১১ (এগারো) ছটাক ৩০ (ত্রিশ) বর্গফুট ১৩ (তেরো) শতক এর মধ্য থেকে দাগ নং ১৯০ থেকে এবং ৩ (তিন) ছটাক ০৫ (পাঁচ) বর্গফুট দাগ নং ১৯১ থেকে, মোট ৬ (ছয়) কাঠা জমির এলাকা, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭৬, ১৭৬/১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৭১, ৩৭২, জে.এল. নং ৪, তৌজি নং ৬৩/৬৪ আর.এস. নং ১৫০ এর অধীনে, মৌজা দুলালপুরে, খাগড়ামুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে, থানা- বিষ্ণুপুরের অধীনে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এল.আর. খতিয়ান নং ৫১১ এর অনুরূপ, যা দলিলে আরও সম্পূর্ণরূপে এবং নির্দিষ্টভাবে দেখানো এবং বর্ণিত হয়েছে। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- বিক্রেতাদের জমি, দাগ নং ১৮৯, ১৯০ এবং ১৯১ এর অংশ। দক্ষিণে- বিক্রেতাদের জমি, দাগ নং ১৯১ এবং ১৮০ এর অংশ। পূর্বে- আর.এস. দাগ নং ১৮৮, // পশ্চিমে- সাঞ্জুয়া-মহেশতলা রোড। সম্পত্তিটি ডিএপি ফ্যাশন ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে রয়েছে।
২) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. জমি পরিমাপ কম বা বেশি ২৪ শতক যা দাগ নং ১৮৪ থেকে, খতিয়ান নং ৬৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩, জে.এল. নং ৪ এর অধীনে, মৌজা দুলালপুরে, খাগড়ামুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে, থানা- বিষ্ণুপুরের অধীনে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে অবস্থিত, যা দলিলে আরও সম্পূর্ণরূপে এবং নির্দিষ্টভাবে দেখানো এবং বর্ণিত হয়েছে। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- গোষ্ঠ বিহারী বেরার জমি। দক্ষিণে- সাবির আলীর জমি। // পূর্বে- বিশ্বনাথ বেরার জমি // পশ্চিমে- রবিউল শেখের জমি। তারপর ২০ ফুট রাস্তা। সম্পত্তিটি ডিএপি ফ্যাশন ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে রয়েছে।
৩) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. নিম্নে বিস্তারিত পরিমাপের জমি যা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জে.এল. নং ৪, মৌজা- দুলালপুর, খতিয়ান নং ১৫৩ এর অধীনে অবস্থিত, দাগ নং- ১৭৭ এর অধীনে এলাকা- ২ শতক; দাগ নং- ১৮২ এলাকা- ১১ শতক; দাগ নং- ১৮৭ এলাকা- ১২ ১/৩ শতক, মোট এলাকা- ২৫ ১/৩ শতক। সম্পত্তিটি সেখ আবিদ আলী ও সেখ সাবির আলীর নামে রয়েছে।
৪) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. নিম্নে বিস্তারিত পরিমাপের জমি যা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জে.এল. নং ৪, মৌজা- দুলালপুর, খতিয়ান নং ৩৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮১ এর অধীনে অবস্থিত, দাগ নং- ১৮৩ এর অধীনে, এলাকা- ১৬১/২ শতক। সীমানা:- উত্তরে- সেখ আবিদ আলী, দক্ষিণে- সাবিরন বিবি, পূর্বে- ইলা বক্স শেখ, পশ্চিমে- সেখ আবিদ আলী। সম্পত্তিটি সেখ আবিদ আলী ও সেখ সাবির আলীর নামে রয়েছে।
৫) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. নিম্নে বিস্তারিত পরিমাপের জমি যা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জে.এল. নং ৪, মৌজা- দুলালপুর, খতিয়ান নং ৩৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮১ এর অধীনে অবস্থিত, দাগ নং- ১৮৩ এর অধীনে এলাকা- ১৬১/২ শতক। সীমানা:- উত্তরে- মুজিবর শেখ, দক্ষিণে- দাতা, পূর্বে- ইলা বক্স শেখ, পশ্চিমে- কৃষ্ণ প্রামাণিক। সম্পত্তিটি সেখ আবিদ আলী ও সেখ সাবির আলীর নামে রয়েছে।
৬) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. নিম্নে বিস্তারিত পরিমাপের জমি যা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জে.এল. নং ৪, মৌজা- দুলালপুর, খতিয়ান নং ১৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৬ এর অধীনে অবস্থিত, দাগ নং- ১৯০ এর অধীনে, এলাকা- ১৩ শতক। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. নিম্নে বিস্তারিত পরিমাপের জমি যা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা-বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জে.এল. নং ৪, মৌজা- দুলালপুর, খতিয়ান নং ১৭৬, ১৭৬/১, এল.আর. খতিয়ান নং পি-৫৫৩ এবং ১৮১ এর অধীনে অবস্থিত, দাগ নং- ১৯১ এর অধীনে, এলাকা- ৪ ১২/২৫ শতক। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. নিম্নে বিস্তারিত পরিমাপের জমি যা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জে.এল. নং ৪, মৌজা-দুলালপুর, খতিয়ান নং ৪৮, এল.আর. খতিয়ান নং পি-১২৬ এবং ১২৪ এর অধীনে অবস্থিত, দাগ নং- ১৮০ এর অধীনে, এলাকা- ১৭ শতক। ৩টি দাগ নং-এ মোট জমির পরিমাণ ৩৪ ১২/২৫ শতক, সাথে এর উপর নির্মিত বিল্ডিং। সম্পত্তিটি সেখ আবিদ আলী ও সেখ সাবির আলীর নামে রয়েছে।
৭) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. নিম্নে বিস্তারিত পরিমাপের জমি যা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জে.এল. নং ৪, মৌজা-দুলালপুর, খতিয়ান নং ১৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৬ এর অধীনে অবস্থিত, দাগ নং- ১৮৯ এর অধীনে, এলাকা- ২৮ শতক। সীমানা:- উত্তরে- দাগ নং ১৯৬ // দক্ষিণে- দাগ নং ১৮০, পূর্বে- দাগ নং ১৮৮ // পশ্চিমে- দাগ নং ১৯০। সম্পত্তিটি সেখ আবিদ আলী ও সেখ সাবির আলীর নামে রয়েছে।
৮) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. নিম্নে বিস্তারিত পরিমাপের জমি যা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জে.এল. নং ৪, মৌজা-দুলালপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ৬ এর অধীনে অবস্থিত, দাগ নং- ১৮১ এর অধীনে, এলাকা- ১৭ শতক। সীমানা :- উত্তরে- রবিউল হক // দক্ষিণে- সনাতন প্রামাণিক, পূর্বে- ওহাব শেখ // পশ্চিমে- নূর নবী ঢালী, নাসির বিবি। সম্পত্তিটি সেখ আবিদ আলী ও সেখ সাবির আলীর নামে রয়েছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ
১. **মেসার্স সুজিত অ্যান্ড নিবেদিতা ফিলিং স্টেশন** পণ্ডিতপুর, দুবরাজপুর, বীরভূম, পিন-৭৩১১২৩। ২. **শ্রী সুদীপ্ত কবিরাজ (প্রোপ্রাইটার)** পিতা- সুজিত কুমার কবিরাজ আচার্য পাড়া, দুবরাজপুর এম, বীরভূম, পিন - ৭৩১১২৩।	**ক)** অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৬৪ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী ৫০,৮৭,৬৮৯/- টাকা বকেয়া, যা চুক্তি বাতিলের কারণে বকেয়া পরিমাণ এবং প্রদান করার তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ সুদের হারে। **খ)** ২৫.০৭.২০২৫ **গ)** ০৫.০৬.২০২৬

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যা মৌজা বেলেসুলি, জে.এল. নং ১৩৯, হাল খতিয়ান নং ৭৬০, ৭৫৯, দাগ নং ১৩০ এ অবস্থিত, যার এলাকা পরিমাপ প্রায় কম বা বেশি ৪.২০ শতক, থানা- দুবরাজপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস দুবরাজপুরের অধীনে, জেলা বীরভূম। এই সম্পত্তিটি সুদীপ্ত কবিরাজ-এর নামে রয়েছে।

তারিখ: ১০.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রি টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট - IV
দখল বিজ্ঞপ্তি [দ্রষ্টব্য বিধি ৮ (১)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকগ্রহীতাকে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি।
ঋণগ্রহীতাগণ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধি অনুসারে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নোক্ত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণকে উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের জন্য ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে।
জামানতকৃত সম্পদ(সমূহ) খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ	দখলের তারিখ	দাবি নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ	জামিনদত্ত সম্পদসমূহের বিস্তারিত
১.	**মেসার্স শুভম এন্টারপ্রাইজ** (ঋণগ্রহীতা, স্বত্বাধিকারী -শ্রী নীরজ কুমার সিং কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) এবং **শ্রী নীরজ কুমার সিং** (স্বত্বাধিকারী - মেসার্স শুভম এন্টারপ্রাইজ এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা)	২৬.০২.২০২৬	০৫.০৬.২০২৬	৩৮,১৪,৮২৭.০০ টাকা (আটত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার আটশ সাতাশ টাকা) দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে নথিতথ্যাদির হারে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৩বি, পরিমাপ আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ২ বেড রুম, ১ কিচেন,১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম,১ টয়লেট , সকল ফিটিংস এবং ফিক্সচার সহ, অবস্থিত চতুর্থতলে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জি-৩ তলা ভবনে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৮১, (পুরানো) ৯৭/১ (নতুন) এবং বর্তমানে ৯৭/১/২ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৯, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা : লেক টাউন, কলকাতা- ৭০০০৪৮, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। *** সম্পত্তির বিস্তারিত নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১৯০৪০৮২২৭-২০১৮ সালর তারিখ ২৪.০৭.২০১৮ অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তি শ্রী নীরজ কুমার সিং-এর নামে।
২.	**মেসার্স দীপক ঘোষ চৌধুরী** (ঋণগ্রহীতা), **প্রয়াত দীপক ঘোষ চৌধুরী** (স্বত্বাধিকারী মেসার্স দীপক ঘোষ চৌধুরী এবং জামিনদাতা, জীবিত অবস্থায় এবং বর্তমানে আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী), **ছন্দা ঘোষ চৌধুরী** (জামিনদাতা, বন্ধকদাতা এবং প্রয়াত দীপক ঘোষ চৌধুরী এর আইনি উত্তরাধিকারী) এবং **দীপজ্যোতি ঘোষ চৌধুরী** (জামিনদাতা, বন্ধকদাতা এবং প্রয়াত দীপক ঘোষ চৌধুরীর আইনি উত্তরাধিকারী)	০৮.০৯.২০২৫	০৫.০৬.২০২৬	১,৩৯,২৭,৯২৫.৫২ টাকা (এক কোটি উনচল্লিশ লাখ সাতাশ হাজার নশো পঁচিশ টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে নথিতথ্যাদির হারে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৬.৭৬৬ ডেসিমেল তদিস্থত একতলা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫৯৬ বর্গফুট , মৌজা- হাবড়া, জেএল নং ৭২, তৌজি নং ৪৪২ (পূর্বতন) এবং বর্তমান ১৪, আরএস নং ৩১৩, এলওপি নং ১০৩, আরএস খতিয়ান নং ১৭৬৮, সিএস দাগ নং ৮৩৭, এবং আরএস দাগ নং ৮৩৭,৮৩৮, এবং এলআর দাগ নং ১৬৫৫, স্থানীয় হাবড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৭, হোল্ডিং নং ১৩৭/২, জিরাট রোড, পিন কোড - ৭৪৩২৬৩, থানা এবং পো : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া পাকা সড়ক (জিরাট রোড)। দক্ষিণে : শ্রীমতি সাহা এবং দীপ্তিশ কুমার হুই এবং অন্যান্য অত্তরাধিকারীগণের সম্পত্তি। পূর্বে : কাজল বোস এবং তাপস বোসের সম্পত্তি। পশ্চিমে : অরবিন্দ সরকারের সম্পত্তি। *** সম্পত্তির বিস্তারিত /বিবরণ নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল তারিখ ৩১.০৫.২০১৭ দলিল নং ১৫০৮০৩২২৮/২০১৭ সালের, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৮/২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৭৮০৫ থেকে ৬৭৮৩০, এডিএসআর অফিস হাবড়া, সম্পত্তি ছন্দা ঘোষ চৌধুরী এবং দীপজ্যোতি ঘোষ চৌধুরী এর নামে।
৩.	**মেসার্স প্রেমজি** (ঋণগ্রহীতা-শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার সিং, শ্রীমতি মেঘনা সাহা এবং শ্রীমতি স্মৃতিলেখা মন্ডল-অংশীদারগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) **ধীরেন্দ্র কুমার সিং** (জামিনদাতা), **মেঘনা সাহা** (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এবং **স্মৃতিলেখা মন্ডল** (জামিনদাতা)	২৭.০১.২০২৬ (২০.০২.২০২৬ তারিখে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরাজি) এবং একদিন (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে	০৫.০৬.২০২৬	১,৩২,৭০,১৫৩.৬৯ টাকা (এক কোটি বত্রিশ লাখ সত্তর হাজার একশ তিপান্ন টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে নথিতথ্যাদির হারে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট নং ০০৬ পরিমাপ আনুমানিক ৮৪৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় ভবন নং এ১-হাউসিং কমপ্লেক্স পরিচিত পোদ্দার বিহার, নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক ২.৬৪ একর অংশ সিএস দাগ নং ২৩২, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৩, ২৩৫ এবং ৪৪৪, আরএস দাগ নং ২৪৭, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮২, ৪৭২, ৪৭৯, ৪৮০, ২৮৪, ৪৭১, খতিয়ান নং ২৭৯, ২৮০, ১৭১, ২৪৭, ২৩৫, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৩, ১৬৩, ১৬৪, ১৭২স মৌজা - মন্ডল গাঁথি,থানা -রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর প্রেমিসেস নং ১৩৭,ভিআইপি রোড, কৈখালি,কলকাতা - ৭০০০৫২, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১২, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা (বর্তমানে ওয়ার্ড নং ৭, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন)। *** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ হস্তান্তর দলিল তারিখ ০১.০৭.২০২২ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এ আর এ -৩, কলকাতা,দলিল নং ১৯০৩০৬৯৭১- ২০২২ সালের অনুযায়ী নির্দিষ্ট, সম্পত্তি মেঘনা সাহা এর নামে।
৪.	**মেঘনা সাহা** (ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) **মেসার্স প্রেমজি** (কর্পোরেট জামিনদাতা), **ধীরেন্দ্র কুমার সিং** (জামিনদাতা) এবং **শ্রীমতি মীনা গুপ্তা** (জামিনদাতা)	২৭.০১.২০২৬ (২০.০২.২০২৬ তারিখে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরাজি) এবং একদিন (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে	০৫.০৬.২০২৬	১৯,৫৭,৩৩৪.৩৪ টাকা (উনিশ লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ চৌত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে নথিতথ্যাদির হারে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট নং ০০৬ পরিমাপ আনুমানিক ৮৪৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় ভবন নং এ১-হাউসিং কমপ্লেক্স পরিচিত পোদ্দার বিহার, নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক ২.৬৪ একর অংশ সিএস দাগ নং ২৩২, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৩, ২৩৫ এবং ৪৪৪, আরএস দাগ নং ২৪৭, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮২, ৪৭২, ৪৭৯, ৪৮০, ২৮৪, ৪৭১, খতিয়ান নং ২৭৯, ২৮০, ১৭১, ২৪৭, ২৩৫, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৩, ১৬৩, ১৬৪, ১৭২স মৌজা - মন্ডল গাঁথি,থানা -রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর প্রেমিসেস নং ১৩৭,ভিআইপি রোড, কৈখালি,কলকাতা - ৭০০০৫২, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১২, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা (বর্তমানে ওয়ার্ড নং ৭, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন)। *** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ হস্তান্তর দলিল তারিখ ০১.০৭.২০২২ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এ আর এ -৩, কলকাতা,দলিল নং ১৯০৩০৬৯৭১- ২০২২ সালের অনুযায়ী নির্দিষ্ট , সম্পত্তি মেঘনা সাহা এর নামে।

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

দিল্লিতে সোনিয়ার কাছে মমতা ১০ জনপথে একান্ত বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৯ জুন: বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে সোমবার দুপুরে তাঁদের সৌজন্যসাক্ষাৎ হয়েছিল। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির ১০ জনপথ বাংলোয় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালীঘাটের ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতার বাড়ি লাগোয়া তৃণমূলের দপ্তরে মঙ্গলবার বিকেলে সই জাল-কাণ্ডের তদন্তে হাজির হন সিআইডি আধিকারিকরা। ঘটনাচক্রে, তাঁরা কালীঘাটে পৌঁছোনোর কিছুক্ষণ পরই ১০ জনপথে হাজির হন মমতা। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের বিপর্যয়ের পর এই প্রথম সোনিয়ার সঙ্গে একান্তে বৈঠক করলেন মমতা। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, ভোট পরবর্তী হিংসা, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা এবং তৃণমূলের পরিষদীয় ওই সংসদীয় দলে ভাঙনের মতো বিষয়গুলি এসেছে দুই নেত্রীর বৈঠকে।

প্রসঙ্গত, সোমবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক চলাকালীনই লোকসভার ২৮ জন তৃণমূল সাংসদের মধ্যে ২০ জন মমতাকে ছেড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেন বিদ্রোহী শিবিরে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে দিল্লিতে বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকও করেন তাঁরা। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে রয়েছেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। বিদ্রোহীরা এনডিএ-র সহযোগী হিসেবে লোকসভায় পৃথক 'ব্লক'-এর স্বীকৃতি চেয়ে সোমবার চিঠিও পাঠিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল মঙ্গলবার সোনিয়া-মমতা বৈঠকের আগে এ নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, 'মহারাষ্ট্রের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে বিজেপি।'

জয়পুরে 'অবৈধ' মন্দির ও মসজিদ ভাঙল বুলডোজার

জয়পুর, ৯ জুন: জয়পুরে উচ্ছেদ অভিযান। বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেল 'অবৈধ' মন্দির-মসজিদ। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। মোতায়েন করা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি পুলিশ। শুধু তা-ই নয়, ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করা হয় ইন্টারনেট পরিষেবাও। উল্লেখ্য, যে মসজিদটি ভাঙা পড়েছে সেটি ৪৫ বছর পুরনো। মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৯৮১ সালে।

জানা গিয়েছে, এই অভিযানে একটি মসজিদ, দু'টি মন্দির, একটি সৎসঙ্গের হল একটি মাজার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। তবে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি কিছুক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

প্রশাসন সূত্রে খবর, জগৎপুরা এলাকায় রেল লাইনের সমান্তরাল রাস্তার প্রস্থ থাকার কথা ৮০ মিটার। কিন্তু জবরদখলের জেরে তা কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২৫-৩০ মিটারে। তাই রাস্তা চওড়া করতেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। কিন্তু ওই অংশে একাধিক ধর্মীয় স্থাপনা থাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়। তাই অতিরিক্ত সতর্ক হয় স্থানীয় প্রশাসন। যদিও ধর্মীয় স্থাপনাগুলি সরানোর জন্য আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলিকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হতেই চলে উচ্ছেদ অভিযান।

অবশেষে জুড়ে গেল জোজিলা সুড়ঙ্গের দুই প্রান্ত

নয়াদিল্লি, ৯ জুন: এক দিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ধেরবাল জেলার সোনমার্গ। অন্য দিকে, লাদাখের কার্গিল জেলার দ্রাস। জোজিলা গিরিপথ বরাবর পাহাড়ের নীচে নির্মীয়মাণ ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঘোড়ার নালের আকৃতির সুড়ঙ্গপথের (সিঙ্গল টিউব বাই-ডিরেকশনাল রোড টানেল) দু'দিক থেকে খোঁড়া দু'টি অংশ পাথরের বাধা সরিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলে গেল মঙ্গলবার। কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে লাদাখের সহজতর যোগাযোগের ক্ষেত্রে একে ঐতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা বলেই মনে করা হচ্ছে। নতুন সুড়ঙ্গপথে পাক নজরদারি এড়িয়ে ধারাবাহিক ভাবে লাদাখে সেনা, অস্ত্র এবং রসদ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

নতুন সুড়ঙ্গে যান চলাচল শুরু হলে জোজিলা গিরিপথের ঘণ্টা দেড়েকের যাত্রা কমে দাঁড়াবে ১৫ মিনিটে। তা ছাড়া, শীতকালে জোজিলা গিরিপথ কয়েক ফুট উঁচু বরফের নীচে চাপা পড়ে। সে কারণে ওই সড়ক দিয়ে গাড়ি চলাচল খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সর্ব ক্ষণ বরফ পরিষ্কারের জন্য লোক নিয়োগ করতে হয়। তা ছাড়া অত উচ্চতায় পাহাড়ের বাঁকগুলি খুব বিপজ্জনক। বরফ পরিষ্কার করলেও ভিজে রাস্তা দিয়ে চলার সময় বাঁক ঘুরতে গিয়ে খাদে পড়ে বহু গাড়ি। অত্যাধিক তুষারপাতের কারণে শীতকালে অনেক সময়ই ওই সড়কপথে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়। জোজিলা সুড়ঙ্গ সেই সমস্যারও সমাধান করবে। অস্ট্রিয়ায় ব্যবহৃত সুড়ঙ্গ খননের আধুনিক প্রক্রিয়া, যা 'নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড' নামে পরিচিত, তার সাহায্যেই তৈরি করা হবে এই সুড়ঙ্গ। ভিতরে থাকবে সিসিটিভি নজরদারি, সর্ব ক্ষণের বিদ্যুৎ সংযোগ, বেতার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এবং বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা।

হরমুজের কাছে ভেঙে পড়ল মার্কিন সেনার অ্যাপাচে হেলিকপ্টার

তেহরান, ৯ জুন: ইরানে ইজরায়েলের হামলায় নতুন করে যুদ্ধের আগুন উস্কে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে। এরইমাঝে খবর, হরমুজ প্রণালীর কাছে ধ্বংস হয়েছে মার্কিন সেনার অত্যাধুনিক অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। হরমুজে ইরানের নৌকোগুলিকে ধ্বংস করতে মোতায়েন করা হয়েছিল কপ্টারটি। সোমবার সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, কপ্টারে থাকা দু'জন পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি ইরানের হামলায় ধ্বংস হয়েছে কপ্টারটি তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছেন, এদিন এক সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, সোমবার হরমুজ প্রণালীর কাছে আমেরিকার একটি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে। তবে কপ্টারে থাকা দু'জন পাইলটকেই উদ্ধার করা হয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে এই দুর্ঘটনা নাকি হামলার শিকার হয়েছিল কপ্টারটি তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন সেনা আধিকারিকরা। আশা করছি আগামিকাল বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হবে।

ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বন্ধ করে রাখা হয়েছে হরমুজ প্রণালী। পালটা ইরানের বন্দর অবরোধে নেমেছে আমেরিকা। হরমুজ সংলগ্ন অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে আমেরিকার অ্যাপাচে হেলিকপ্টার, এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন এবং এফ/এ-১৮ ও এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। জানা যাচ্ছে, এই অঞ্চলে ইরানের ছোট সশস্ত্র নৌকো ও ড্রোন হামলা সামাল দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে অ্যাপাচে কপ্টার। এই পরিস্থিতির মাঝেই সামনে এল দুর্ঘটনার খবর।

এদিকে নতুন করে নতুন করে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে। রবিবার লেবাননের বেইরুটে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। এর পালটা ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে ইরানের বিরুদ্ধে। জবাবে সোমবার সকালে ইরানের রাজধানী তেহরানের পাশাপাশি ইসফাহান, তাবরিজ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে হামলা চালায় ইজয়ারায়েল। হামলার জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইরানের আকাশসীমা। বারন সত্ত্বেও ইজরায়েলের এই হামলার ঘটনায় যারপরনাই অসন্তুষ্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের।

ময়দান

ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ, আইপিএল ব্যর্থতা ভুলে আফগান সিরিজেই ওয়ানডে দলে ফিরছেন হার্দিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের মরসুম শেষ হলেও হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ঘিরে আলোচনা থামেনি। টুর্নামেন্ট চলাকালীন তাঁর ফিটনেস, মাঠে নামা না-নামা এবং দলের প্রতি তাঁর ভূমিকা নিয়ে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে সেই সমস্ত জল্পনার মাঝেই ভারতীয় দলের জন্য স্বস্তির খবর এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হয়েছেন হার্দিক। ফলে খুব শীঘ্রই তাঁকে আবার ভারতের ওয়ানডে দলে দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর থেকে ভারতের হয়ে কোনও ওয়ানডে ম্যাচ খেলেননি হার্দিক। যদিও টি-২০ ক্রিকেটে তিনি নিয়মিত খেলেছেন এবং চলতি বছরের বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলেও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। কিন্তু আইপিএলের মাঝপথে পিঠের সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন তিনি। সেই কারণে কয়েকটি ম্যাচে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। এরপরই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অনেকেই দাবি করেন, হার্দিক ফিট হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু ম্যাচে খেলেননি। এমনকি দলীয় পরিবেশ নিয়েও নানা গুঞ্জন শোনা যায়। যদিও এসব বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি হার্দিক।

আইপিএল শেষ হওয়ার পর কিছুদিন বিশ্রাম এবং ছুটি কাটিয়ে আবার জাতীয় দলের প্রস্তুতিতে মন দেন তিনি। বর্তমানে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে তাঁর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে। সেখানে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পিঠের চোট থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে নিয়মিত ম্যাচ পরিস্থিতির মতো পরিবেশে অনুশীলন করেছেন হার্দিক। শুধু ব্যাটিং নয়, টানা পাঁচদিন ধরে ১০ ওভার করে বোলিংও করেছেন তিনি। একজন অলরাউন্ডারের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বলে মনে করা হয়।

ফিটনেস ও কন্ডিশনিং বিভাগের কোচরা তাঁর অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট। তাঁদের মতে, চোটজনিত সমস্যা এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এবং হার্দিক পূর্ণ সক্ষমতায় মাঠে ফেরার জন্য প্রস্তুত। সেই কারণেই আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজে তাঁকে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আগামী ১৩ জুন থেকে শুরু হতে চলা এই ওয়ানডে সিরিজকেই ভারতের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির প্রথম ধাপ হিসেবে ধরা হচ্ছে। সেখানে হার্দিক যদি পূর্ণ ১০ ওভার বোলিং করতে পারেন, তাহলে তা ভারতীয় দলের জন্য বড় প্রাপ্তি হবে।

ভারতীয় ক্রিকেটে হার্দিকের গুরুত্ব শুধু তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য নয়, তাঁর বোলিংও দলের ভারসাম্য রক্ষায় বড় ভূমিকা নেয়। মিডল অর্ডারে দ্রুত রান তোলার পাশাপাশি প্রয়োজনের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ উইকেটও এনে দিতে পারেন তিনি। তাই বিশ্বকাপের আগে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠা নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে অত্যন্ত ইতিবাচক খবর।

বিশ্বকাপের শুরু থেকেই খেলার সম্ভাবনা নেইমারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাজিল তারকা নেইমারের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছিলই। প্রায় আড়াই বছর পরে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করেছেন নেইমার জুনিয়র। ব্রাজিলের হেড কোচ কার্লো আনসেলোত্তি চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়াগা দিয়েছেন। তবে চোটের কারণে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই নেইমারকে পাওয়া যাবে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কাফ মাসলে চোটের কারণে শেষ তিন সপ্তাহ বল পায়ে মাঠে নামেননি নেইমার। প্রস্তুতি ম্যাচেও খেলতে পারেননি তিনি। যদিও ব্রাজিলিয়ান তারকার স্ক্যান রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার অওর কিছুটা স্বস্তিতে ব্রাজিল সমর্থকরা।

জানা গিয়েছে, কাফ মাসলে যে চোট পেয়েছিলেন নেইমার তার রিকভারি ঠিকমতো হচ্ছে। দ্রুত সেরে ওঠার চেষ্টায় রয়েছেন তিনুন সোমবার নেইমারের একটি এমআরআই স্ক্যান করা হয়। প্রকাশ্যে সেই স্ক্যানের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, চোটের অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়। সম্ভবত বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগেই ফিট হয়ে যাবেন নেইমার। ব্রাজ়িলি ফুটবল কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'টেস্টে দেখা গিয়েছে, চিকিৎসায় ভালোভাবে সাড়া দিচ্ছেন নেইমার। এ ভাবেই রিকভারি ও শারীরিক সক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছনোর প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন উনি। জাতীয় দলের মেডিক্যাল স্টাফরা সব সময় নজর রাখছেন নেইমারের উপরে।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

TENDER NOTICE

The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of Moner Thikana Co-operative Housing Society, having its Plot at Premises no. 21-0012, Plot No. AK/110, Action Area - I, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **Box no- T-1006/2026-27 of newspaper EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd., 1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001.** The selection Process is the discretionary part of the society.

HOOGHLY ZILLA PARISHAD

Tender Ref No: e-NIT-004 of 2026-27

Tender is invited from reputed and resourceful contractors for various works (as per notice) within Hooghly District. Closing date of bid submission is 13-06-2026. For further details, please logon to **https://hooghly.nic.in**

Sd/- District Engineer
Hooghly Zilla Parishad

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 98/2026-2027, Dated- 09-06-2026

E-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Software Works at Head Office. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **10-06-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **25-06-2026 upto 3.00 pm.**

Date: 09.06.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

এর্নাকুলাম-পাটনা এক্সপ্রেস ও এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন

সাউথ কোস্ট রেলওয়ের বিজয়ওয়াড়া ডিভিসনের মুস্তাবাড়-গন্নভরম শাখায় ট্রাফিক ব্লকের কারণে, **২২৬৪৩ এর্নাকুলাম-পাটনা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৬, ১৬.০৬, ২২.০৬, ২৩.০৬, ২৯.০৬, ৩০.০৬, ০৬.০৭ এবং ০৭.০৭.২৬) এবং **১২৫০৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৬, ১৭.০৬, ২৪.০৬ এবং ০১.০৭.২৬) বিজয়ওয়াড়া জং-গুডিভাডা জং-নিডাডভোলু জং হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Publication of Time Extension (Corrigendum-1) of NIET (Online) No: - 1 of (Sl.4) of AE, PWD, Plassey Sub-Division 2026-2027 Name of Works:- 1. Supplying and pre-coating stone material and Repairing of Potholes by Pre-coated of stone material during monsoon at different Road under Tehatta Section under Plassey Sub-Division, PWD in the district of Nadia during the year 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014439_4. Bid Submission Closing date (Online) :- 12.06.2026 upto 4:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Plassey Sub-Division, PWD.

ICA- T9724(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORRIGENDUM
TO NIT No. (WBIW/EE/MDD-II/e-NIT-06/EE/M.D.D-II of 2026-27(3rd Call)
Tender Id: 2026_IWD_1025834_1

As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 16.06.2026 up to 11.30 AM. Other details may be seen in the websites www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Drainage Divn. No.II

ICA- T9643(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice

Online e-tender is invited by the office of the Assistant Engineer, Electrical Sub Division-I, Housing Directorate: -e NIT No: **WBHD/AE/ESD-I/eNIT-123-2nd call/2025-26,** Tender id- 2026_ HSD_1025537_1, Name of work:- **"Repairing of damaged Electrical Items and supply of different Electrical Maintenance materials at 44 Iron Side Road RHE"**. Bid Submission end date: 15.06.2026 up to 12 P.M, Tender Opening Date: 17.06.2026 after 12 P.M, Website- wbtenders. gov.in, Tender Location- Kolkata. Tender details may be obtained from Office of the Assistant Engineer, Electrical Sub-Division-I, Housing Directorate, 53, Dr Sundari Mohan Avenue, Kolkata-700014 on all office days during office hours.

ICA- T9668(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tenderis invited by the undersigned for the work "Annual Maintenance Estimate of Electrical Installation of State Labour Institute --AMC of Air Conditioner Machines.." Tender ID- 2026_WBPWD_5015148_1,Tender No: WBPWD/EE/05/IR/T/KCED/II of 2026-27 . Bid Submission end date 23.06.2025 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.

ICA- T9759(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

1st Corrigendum for extension of Bid Submission Date for NIeQ 04 of 2026 27 of EE, ND, P.W. Dte. Tender Reference Number : WBPWD/EE/ND/NIeQ-04/ 2026 - 27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014580_1. Last date of bid submission has been extended up to : 15/06/2026 up to 11:30 A.M. Further corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender document may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer Nadia Division, P.W. Dte.

ICA- T9709(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION

Office of the Assistant Engineer, South 24 Pgs Mechanical Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites quotations for the Supply of Non-AC Motor Cab/ Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C. on hire basis. Ref : NIQ No. 18 of 2026-2027 of AE, SOUTH 24PGS MSD, PWR and Tender Id : 2026_WBPWD_5015127_1. Date: 08.06.2026. Bid submission start date 13.06.2026 at 10:30 A.M. Bid submission Last date up to 22.06.2026 at 12:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer South 24 Pgs. Mech. Sub-Division P.W. (Roads) Directorate.

ICA- T9711(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD/ eNIT01/2026-27
(Tender ID : 2026_WBPWD_5015119_1)

Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division from the eligible contractors for the following works : **Name of Work :- Modification & Alteration of X-Ray rooms at Joynagar-Kultali RH, Kultali block in the district of South 24 Parganas - Electrical Works.** Bid submission start 12.06.2026 at 10 : 00 A.M. Bid Submission end : 16.06.2026 up to 12:00 P.M. Bid opening Date : 18.06.2026 after 12:00 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division Govt. of West Bengal.

ICA- T9713(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD_II/NIeT_ 04/2026-2027

A.E., Central Kolkata Health Sub-Division-II, P.W.D. invites online tender for the work : "I.P.G.A.E. & R. at Shyamadas Vaidya Shastra Pith Hospital – Regular maintenance & repair works of I.P.G.A.E. & R. at Shyamadas Vaidya Shastra Pith Hospital building under the jurisdiction of Central Kolkata Health Sub-Division-II, P.W.Dte. - Section-I, during the year 2026-2027 -- (S & P) works and other 03 works." TENDER ID : 2026_WBPWD_5015123_1 TO 4. Bid proposal Submission Closing/ end date: 08-07-2026 upto 3:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be obtained from : http://wbtenders.gov.in Sd/- A.E., Central Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D., Kolkata - 14.

ICA- T9715(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-1 of
Reference Tender Notice No: KMDA/CIVIL/E and AM/SE(CRS)/01 OF 2026-27

Tender ID : 2026_KMDA_1024701_2 With reference to above NIT the following change has been made. Please read last date & time of online Bid submission is 15.06.2026, Time 17.30 hrs. in place of 03.06.2026, Time 17.30 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-110) www.kmda.wb.gov.in www.wbtenders.gov.in**

ICA- T9663(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE

Please note Bid submission end date (online) is extended to 20.06.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "Replacement/Rectification of Damaged Drain Tray and Overhauling of Cooling Tower of 2 nos 30 Tr Voltas make Air Conditioning Unit installed at Auditorium Hall of Academy Building at NRS Medical College Kolkata-14." vide e-tender no. WBPWD/EE-II/ CKHED/eNIT-06/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5014360_1. Detail information/download/upload will be available from the website: http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division.

ICA- T9726(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
1st CORRIGENDUM

1st Corrigendum of eNIQ No. 02 of 2026-27 of ACE (Mechanical), R&BRI, P.W (Roads) Directorate, dates extended for Sl. No. 5. Bid submission end date, Read as 17.06.2026 at 11.00 Hrs. in place of 08-06-2026 at 11:00 Hrs & Sl. No.6. Technical Bid opening date, Read as 19.06.2026 at 12.00 Hrs. in place of 10-06-2026 at 11:00 Hrs. vide Tender ID: 2025_WBPWD_5014263_1. Bid submission end date: 17.06.2026 at 11.00 Hrs. Sd /- ACE(Mechanical) Road and Building Research Institute. P. W(Roads) Directorate.

ICA- T9728(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the undersigned for the work "Repairing & renovation of electrical installation works in the Conference Room and its adjascent rooms in the 2nd Floor & Hon'ble President's Room in the 1st Floor of the Netaji Institute For Asian Studies, 1 Woodburn Park, Kolkata - 700020. ." e-TenderNo: WBPWD/AE/14/PR/ T/ KCESD/I of 2026-27 and Tender ID 2026_PWDE_5015112_1. Documents Submission end date 20.06.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website . Sd/- . Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division - I.

ICA- T9730(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the undersigned for the work "SITC of Split type AC Machine in the Conference Room at 2nd Floor and in the Room of the Hon'ble President of General Council of the Institute at 1st Floor of the Netaji Institite for Asian Studies, 1, Woodburn Park, Kolkata-700020." e-Tender No: WBPWD/AE/16/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID: 2026_PWDE_5015140_1. Documents Submission end date 20.06.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I

ICA- T9741(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/KMCESD/PW Dte. invite online tender for the work of "Supply & Delivery of high speed diesel oil for M.C.Hub & Green s/stn. DG set and squre LED luminaire for Eden, Green & M. C. Hub building of MCH, Kolkata ." NIQ No. :- WBPWD/AE/KMCESD/NIQ-04/2026-27 , Tender Id 2026_WBPWD_5014281_1. Bid Submission Start Date:28/05/2026. Bid Submission Closing Date :19/06/2026 up to 01:00PM. Sd/-A. Bose/AE/ KMCESD/PW Dte/Govt. of WB

ICA- T9746(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-11/2026-27 with TenderID-2026_WBPWD_5015157_1 for "Special Repairing and replacement of old electrical installation work of North side (Ground floor) Minister Quarter and South Side (Ground Floor) Minister Quarter at High Court end in parity with related civil works under Kolkata Raj Bhavan Electrical Subdivision, PWDte." Last date of bid submission is 22.06.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website : http://www.tenders.wb.gov.in

ICA- T9747(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice inviting Quotation

Tenders are invited from Bonafied resourceful and financially sound agencies with valid credential against eNIQ 01 OF 2026-27 of the undersigned vide Tender ID. **2026_HSD_ 1026251_1.** Details may be had from the Notice Board, O/o the undersigned on all working days within office hours. Bid Submission closing (Online): 18.06.2026 up to 11.00 Am. (website: **http://wbtenders.gov.in)** Sd/- TANMOY SAHA, Executive Engineer, Kolkata North-I Divn, HD.

ICA- T9666(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. KMDA/EM/EE/ED-IV/ e-NIT-04 of 2026-27 (2nd Call)

Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-IV, EM Sector, KMDA, 3rd floor, Block-L, Unnayan Bhavan, Kolkata-700091, from the eligible agencies, **for the work, Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Maintenance of CCTV Camera System installed at Garden Reach Flyover for a period of 01(one) year., Rs.4,10,326/-, Rs.8,207/-, 12 Calendar months, **Last date & time of online Tender submission: 22/06/2026, 13.00 hrs.** for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-88) www.kmda.wb.gov.in www.wbtenders.gov.in**

ICA- T9650(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. KMDA/HOUSING/EE(Elec.)/ NIT-02/2026-2027

Online Tender is invited by The Executive Engineer (Elec.), Housing Sector, KMDA (Erstwhile KIT), 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Value, Earnest Money, Time of Completion,** Supply, installation, testing and commissioning of earthing works in all blocks (9 nos.) of Scheme No. BRS-I, 35/2, B.T. Road, Kolkata under Housing Sector KMDA., Rs.2,36,105/- (including 1% LWC & 18% GST), Rs.4,730/-, 07 days, **Last date & time of Online Bid submission: 19.06.2026, Time: 14.00 hrs.,** for details contact the above office or visit both websites. **www.kmda.wb.gov.in (KMDA-92) www. wbtenders.gov.in**

ICA- T9652(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No: KMDA/E-M/EE/MD-I/ NIQ No.-03 of 2026-27

Online Quotation is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-I, EM Sector, KMDA, 59, Nazrul Park. Ashiwini Nagar. Kolkata-700159, from the eligible Agencies, **for the work, Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Repairing and overhauling of Pump set No. 2 (Capacity: 270 m^3/Hr, Head: 20 M, 980 RPM, Make: Wilomather & platt, Type CNE 4 AC PUMP, Model no- 81268599/30/1) and allied works at Raw Water Intake Pumping Station for 9MLD WTP Pujali under Pujali Municipality., Rate to be quoted, Rs. 5,000/-, 15 Days, **Last date & time of online Quotation submission: 19.06.2026 upto 12.00 hrs.**, for details contact the above office or visit both websites. **www.kmda.wb.gov.in (KMDA-97) www.wbtenders.gov.in**

ICA- T9655(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)SWTP/T-03 of 2026-27

Online percentage base two part e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/SWTP, E/M Sector, KMDA, Thakurbati Street, Serampore, Hooghly-712201, from reliable, resourceful, bonafied and experienced agencies, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money to be deposited, Time of Completion,** Repairing and overhauling of Pump at TN-03 (Bay No.-1), TN-07 (Bay No.-2) & TN-08 (Bay No.-1) Pump houses under Integration of SWTP, KMDA., Rs.2,71,084/-, Rs.5,500/- 15 days, **Last date & time of online Tender submission: 17.06.2026 upto 14.00 hours.,** for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-102) www.kmda.wb.gov.in, www.wbtenders.gov.in**

ICA- T9659(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

1) Assistant Engineer, Kalyani Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dte. Kalyani, Nadia, invites Tender for **"Collection of Required Parametric Data and Preparation of Pavement Strengthening Design for Chakdaha-Nimtala Road from 0.00 Km to 9.00 Km and from 17.600 Km to 18.710 Km under Kalyani Highway Sub-Division of Nadia Highway Division No. II in the District of Nadia during the year 2026-27. eNIQ No :- 01 OF 2026 - 27"** of The Assistant Engineer, Kalyani Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dte. **Tender Id :- 2026_WBPWD_5014500_1 Bid Submission Start date & Time (Online) :-** 26.05.2026 from 5:00 p.m. **Bid Submission end date & Time (Online) :-** 17.06.2026 from 12:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded **http://wbtenders.gov.in** Date- 08.06.2026. Sd/- S.Saha Tender Inviting Authority Assistant Engineer Kalyani Highway Sub-Division P.W. (Roads) Directorate.

ICA- T9707(1)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

PROCUREMENT OF POWER TRANSFORMERS REGARDING UPGRADATION OF T/S 11KV RING MAIN POWER SOURCE WITH INSTALLATION OF REDUNDANT POWER SUPPLY TO ASH RECOVERY SYSTEM UNDER CAPEX 2025-26

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5591, Dtd: 04/06/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4225/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BkTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of Power Transformers regarding upgradation of T/S 11KV Ring Main Power Source with Installation of Redundant Power Supply to Ash Recovery System under CAPEX 2025-26". Tender document download start date:** 10.06.2026, 12:00 PM., **Bid submission end date:** 23.06.2026, 15:00 PM. **Contact Person:** Mr. S. Dasgupta, DGM (Purchase), BkTPS. **Contact No.:** 8336903911. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T9680(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

REWINDING AND REPAIRING OF 260 KW MILL MOTOR UNDER EM-IPH DEPTT., BTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BTPS/CC-5579, Dtd: 03/06/26
NIT No: WBPDCL/BTPS/NIT/E2818/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 (two) Part bid system for **"Rewinding and repairing of 260 KW Mill motor under EM-IPH deptt., BTPS". Tender Document Download Start Date:** 11.06.2026 at 10.30 Hrs. **Bid Submission End Date:** 25.06.2026 at 10.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Sujit Saha, DGM (Engg.) (Contracts). **Contact No.:** 033-2684-2312. **E-mail:** contract.btps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T9685(2)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১০ জুন ২০২৬ • পেজ ৮

পৌঁছে গেলাম

কর্নাটকের মহীশূর প্যালেস থেকে শ্রীরঙ্গপত্তনমে

বিমলকুমার শীট

ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের তবে তা কেরল থেকে শুরু করব না কন্যাকুমারী থেকে শুরু করব তা স্থির করতে পারছিলাম না । কিন্তু এক বন্ধু যখন মহীশূরের কথা বলল তখন স্থির করে ফেললাম মহীশূর থেকে যাত্রা শুরু করব । এখানে থেকে বেশ কয়েকটি স্থান বিশেষ করে বৃন্দাবন গার্ডেন, মহীশূর প্যালেস, মা চামুণ্ডেশ্বরী দেবীর মন্দির, ইতিহাস খ্যাত শ্রীরঙ্গপত্তম দর্শন করে মনের তৃষ্ণা মেটাব । সেই মতো সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসে খড়্গপুর থেকে মহীশূর যাত্রা করলাম । সেখানে হোটেলে থেকে পরের দিনের ভ্রমণের খুঁটিনাটি ঠিক করে ফেললাম । কারণ মহীশূর উল্লিখিত দর্শনীয় স্থানের দূরত্ব প্রায় ২০-২৫ কিমি ব্যাসার্ধের ভেতরে ।

প্রাতরাশ সেরে প্রথমেই মহীশূর থেকে অটোতে করে প্রায় ১৫-২০ কিমি দূরে কাবেরী নদীর উপর কৃষ্ণরাজ বাঁধের সংলগ্ন বৃন্দাবন গার্ডেনে পৌঁছলাম । টিকিট কেটে বৃন্দাবন গার্ডেনে প্রবেশ করলাম । এই গার্ডেন তৈরির কাজ শুরু ব্রিটিশ আমলে ১৯২৭ সালে এবং শেষ হয় ১৯৩২ সালে । এটি শ্রীরঙ্গপত্তনমের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ । এই জলাধার থেকে ১২০, ০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া হয় । গার্ডেনটি ৬০ একর জুড়ে বিস্তৃত । এর সংলগ্ন ৭৫ একর জুড়ে একটি ফলের বাগান ও দুটি উদ্যান পালন খামার রয়েছে । বৃন্দাবন গার্ডেনের সঙ্গীতময় ফোয়ারা ও আলোর ঝলকানি গানের সুরের সাথে তাল মিলিয়ে জলের ধারা বয়ে যায় যা পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ । এটি প্রতিদিন সকাল ৬.৩০টা থেকে ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে । আলোক প্রদর্শনীর সময় (সোম-শুক্র) সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত । এখানে একটি হ্রদ এবং দর্শনার্থীদের নৌকা ভ্রমণের সুবিধা রয়েছে । আমরা অবশ্য নৌকা ভ্রমণ না করেই ফিরে এলাম ।

বিকালে গেলাম সরকারী মালিকানাধীন ভারতের অন্যতম মহীশূর প্রাসাদে । এটি প্রাসাদ শহর হিসাবে পরিচিত । এখানে সাতটি প্রাসাদ থাকলেও আমাদের লক্ষ্য ছিল মহীশূর প্রাসাদ । সেই মতো পৌঁছে গেলাম প্রাসাদে । ১৩৯৯ সাল থেকে ওয়াদিয়া রাজবংশ প্রায় ছয় শতাব্দী কাল এই অঞ্চল শাসন করছিল । মাঝে হায়দার আলি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তম রাজধানী করে মহীশূর শাসন করছিল । বর্তমান যেখানে মহীশূর প্রাসাদ রয়েছে সেখানে কাঠের নির্মিত প্রাসাদ ছিল কিন্তু কয়েকবার পুড়ে যাওয়ায় ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে বর্তমান পাথরের এই প্রাসাদ নির্মান করা হয় । এর স্থপতি ছিলেন ব্রিটিশ হেনরি আরউইন । মহারাজা কৃষ্ণরাজ ওডেয়ার চতুর্থের আমলে এর নির্মান কাজ শুরু হয় । মহারাজ জয় রামচন্দ্র ওয়াদিয়ার আমলে ১৯৩০ সালে প্রাসাদটির সম্প্রসারণ ঘটে । ইসলামিক, রাজপুত এবং গথিক স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রনে এটি তৈরি করা হয় । তিনতলা প্রাসাদটি ধূসর গ্রানাইটের তৈরি ২৪৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৫৬ ফুট প্রশস্ত । চামুণ্ডা পাহাড়ের দিকে মুখ করে থাকা প্রাসাদটি দেবী চামুণ্ডেশ্বরীর প্রতি মহীশূরের মহারাজাদের ভক্তির এক বহিপ্রকাশ । প্রাসাদের প্রতিটি প্রধান দিকে পাঁচতলা উঁচু বর্গাকার মিনার রয়েছে । এগুলির উপর গোলাপী গম্বুজ রয়েছে । সবচেয়ে উঁচু মিনারটি ১৪৫ ফিট উঁচু, যা প্রাসাদের কেন্দ্রে অবস্থিত । সাতটি খিলান এবং দুটি ছোট খিলান সম্মুখ ভাগে কেন্দ্রীয় খিলানের সাথে যুক্ত । প্রাসাদের বাইরের দৃশ্য দেখার পর এবার প্রাসাদে প্রবেশের পর্ব শুরু হল । প্রাসাদে চারটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে । পূর্বে প্রধান প্রবেশদ্বার জয় মার্থাণ্ড । উত্তরের প্রবেশদ্বার জয়রাম দক্ষিণের প্রবেশদ্বার বলরাম আর পশ্চিমের প্রবেশদ্বার বরাহ, আমরা এখান দিয়ে প্রবেশ করলাম । তবে দক্ষিণদ্বার দিয়েও দর্শনার্থীদের প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে । পূর্বদ্বার ভি ভি আই পি দের জন্য । প্রধান প্রবেশদ্বারে প্রাসাদের দিকে যাওয়ার উভয় দিকে রয়েছে ব্রিটিশ ভাস্কর রবার্ট উইলিয়াম কোল্টনের তৈরি ব্রোঞ্জের বাঘ । দরবার হলটি চমৎকার স্তম্ভ শোভিত । বিশাল ঝাড়বাতি বহুরঙ্গের রঙ্গীন কাঁচ এবং ময়ূরের নকশা । নিরেট রূপোর দরজা, সূক্ষভাবে খোদাই করা মেহগনি কাঠের কাজ । প্রাসাদের প্রদর্শনীতে রয়েছে রাজকীয় পোশাক, স্মারক চিহ্ন, বাদ্যযন্ত্র, রাজাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র । প্রখ্যাত শিল্পী রাজা রবি বর্মার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম সহ অসংখ্য চমৎকার চিত্রকর্ম প্রাসাদে রয়েছে । কল্যাণ মণ্ডপ পর্যন্ত বিস্তৃত দেওয়ালগুলি সুন্দর তৈলচিত্র দিয়ে সজ্জিত । এই চিত্রগুলোর অভিনবত্ব হল, যে কোন দিক থেকে চিত্রগুলিকে দেখলেই মনে হয় শোভাযাত্রাটি একই দিকে এগিয়ে চলেছে । ওয়াদিয়া রাজবংশের রাজকীয় প্রতীক হল পৌরানিক দ্বিমস্তক বিশিষ্ট পাখি গান্দাবেরুন্দা, যা প্রাসাদ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন নকশায় এর উপস্থিতি দেখা যায় ।

এরপর গেলাম চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির দর্শনে । এটি কর্নাটকের মন্দির স্থাপত্যের এক অন্যতম নিদর্শন । এটি ১৮টি শক্তি পীঠের অন্যতম । এখানে সতীর চুল পড়েছিল । মহীশূর শহর থেকে ১৩ কিমি দূরে ৩৪৮৯ ফুট উচ্চতায় চামুণ্ডা পাহাড়ে এটি অবস্থিত । মন্দিরটি দেবী চামুণ্ডেশ্বরী দেবীকে উৎসর্গীকৃত । দ্বাদশ শতাব্দীতে হোয়সালা শাসকদের আমলে নির্মিত । ১০০টি সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে পৌঁছলাম । মন্দিরটি দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত চতুর্ভুজাকার কাঠামো । মন্দিরের প্রবেশদ্বারগুলি রূপোর মোড়া । মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে সাততলা গোপুরম রয়েছে । শিখরগুলিতে ঝকঝকে সোনার কলসম নামে পাথরের চূড়া রয়েছে । গোপুরমের গায়ে বহু দেব দেবী, পৌরাণিক কাহিনী এবং কারুকার্যময় খোদাই কাজ রয়েছে । এটি দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীর একটি চমৎকার নিদর্শন। বিশ্বাস করা হয় যে, দেবী চামুণ্ডার আশীর্বাদ লাভ করে কৃষ্ণরাজা ওদেয়ার তৃতীয় ১৮২৭ সালে এই সুন্দর গোপুরমটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় । তিনি মন্দিরটিকে দেবীর বাহন সিংহ সহ অন্যান্য পশু বাহনও দান করে ছিলেন । মন্দিরটি কৃষ্ণরাজ ওদেয়ার দ্বারা সংস্কার করা হয়ে ছিল । তাঁর প্রমাণ গর্ভগৃহের ভিতরে ধর্মীয় পোশাকে রাজার একটি বিশাল ৬ ফুটের মূর্তি রয়েছে । তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন স্ত্রী রামবিলাস, লক্ষী বিলাস ও কৃষ্ণবিলাসও রয়েছে । মহীশূর রাজ্যের শাসক ওডেয়াররা দেবী চামুণ্ডেশ্বরীকে তাদের কুলদেবী হিসাব গণ্য করতেন । তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, দেবীর ঐশ্বরিক আশীর্বাদ তাদের রাজ্যকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা এবং সমৃদ্ধ নিশ্চিত করবে । কালক্রমে, রাজারা মন্দিরটি সম্প্রসারণ ও সংস্কার সাধন করেন । পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এক সময় মহিষাসুর নামক এক রূপপরিবর্তনকারী অসূর এই অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করে ছিল । দেবী এই স্থানে তাঁকে হত্যা করে ছিল ।

মন্দির চত্বরের ভেতরে একটি কাল ভৈরবের মন্দিরও রয়েছে । কাল ভৈরব মন্দিরে ভগবান শিবের বাহন নন্দীর (ষাঁড়) এক বিশাল গ্রানাইট মূর্তি রয়েছে । ১৫ ফুট উচ্চতা এবং ২৪ ফুট দৈর্ঘ্যের মূর্তিটি ঘণ্টা দিয়ে সজ্জিত । এই মন্দিরটি মহীশূরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান হওয়ায় এখানে বড় বড় ধর্মীয় উৎসব যেমন নবরাত্রি উৎসব, দশেরার দশদিন পর রথোৎসব উৎসব, থেপ্পোৎসব (শোভাযাত্রা উৎসব) পালিত হয় । থেপ্পোৎসব উৎসবটি রাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং দেবী চামুণ্ডেশ্বরীর বিগ্রহকে একটি নৌকা করে জলাশয়ের চারপাশে ঘোরানো হয় । জলাশয়ের স্বচ্ছ জলের উপর আলো পড়লে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি হয় ।

মহীশূর থেকে ১৫ কিমি দূরে শ্রীরঙ্গপত্তনম । এই শহরটি কাবেরী নদীর দ্বারা বেষ্টিত । ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ । পিতাপুত্র হায়দার আলি ও টিপু সুলতান উভয়েই শ্রীরঙ্গপত্তনমকে তাদের রাজধানী করেন । এখানে তাঁর প্রাসাদ দরিয়া দৌলত বাগ রয়েছে । এটি সেগুনকাঠ দিয়ে নির্মিত । বর্তমানে এটি যাদুঘরে রূপান্তরিত ।

১৭৯৯ সালে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজ ও নিজামের যৌথবাহিনী মহীশূর আক্রমণ করলে, টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তনমে আশ্রয় নেয় । শত্রুপক্ষ রাজধানী অবরোধ করে, ফলে টিপু যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। যে স্থানে টিপু সুলতানের দেহ পড়ে ছিল সেই স্থানটি দেখলাম । সে স্থানটি স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। লেখা আছে- Tipuós Death Place. তাছাড়া দর্শনের মুহূর্তে অষ্টাদশ শতকের শেষলগ্নের ইতিহাসের এক ঝলক ভেসে উঠল দূর্গপ্রাচীর, ব্রিটিশ বন্দীদের রাখার জায়গা, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ প্রভৃতি । টিপু সুলতানের প্রধানমন্ত্রী ও দেওয়ান পূর্নিয়া বেশ কিছু মন্দির নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিল । দর্শন শেষে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম ।

হিলি সীমান্ত বন্দর

জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট একটি দূষণ বিহীন ছিমছাম সুন্দর শহর । বর্তমান বাংলাদেশ লাগোয়া ভারতের সীমান্ত শহর। এখানে রয়েছে স্থলবন্দর ক্ষ্মহিলিক্ষ্ম। এই স্থলপথে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য এবং সাধারণ মানুষেরা*বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে যাতায়াত করে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে যে অরাজক পরিস্থিতি ছিলো, সেই সময় অন্য ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বর্ডারের মতো এই হিলি বর্ডারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো।*১৯৪৭ সালে ভারতকে যখন দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন এই বালুরঘাট কিন্তু ভারতের মধ্যে ছিলোনা। তৎকালীন দিনাজপুর শহর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ছিলো। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া বালুরঘাট ছিলো হিন্দু অধ্যুষিত। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় এই বালুরঘাটে পাকিস্তানের পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিলো। পরে বালুরঘাটের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে ভারত স্বাধীন হওয়ার তিনদিন পর বালুরঘাটে ভারতের পতাকা ওঠে। এছাড়াও বালুরঘাটের চাষীদের সাথে জমিদারের শস্যের ভাগ নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো, তা ক্ষ্ম তেভাগাক্ষ্ম আন্দোলন নামে পরিচিত। অর্থাৎ যে জমিতে চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য উৎপাদন করতো, তার তিনভাবে নিয়ে নিতো জমিদার। একভাগ দেওয়া হতো চাষীদের। এর বিরুদ্ধে ভারত স্বাধীন হওয়ার ছ'মাস আগে চাষীরা যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো, ইতিহাসে তাই ক্ষ্মতেভাগাক্ষ্ম

আন্দালন নামে খ্যাত। এই আন্দোলন দমন করার জন্য জমিদাররা ইংরেজের সাথে মিলিত হয়ে আন্দোলনকারী চাষীদের ধরপাকর শুরু করেছিলো। ঐতিহাসিক পটভূমিতে আরো উল্লেখ করা যায় ১৯৭১ সালের পূর্বপাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের কথা। সেই সময় বহু মানুষ হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলো। বালুরঘাট এবং হিলি সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের বুটের আওয়াজ, ট্যাঙ্কের যাতায়াত এখনো পুরনো মানুষদের মনে গেঁথে আছে। বালুরঘাট শহরের কেন্দ্রস্থলে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের স্মারক হিসাবে রাখা আছে যুদ্ধে ব্যবহৃত একটা ট্যাঙ্ক। বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে শহরের হোটেলে যাওয়ার পথে রয়েছে আত্রেয়ী নদী। এই নদীর উপর তৈরী* ব্রীজ পার হয়ে যেতে হয় শহরের বাসস্ট্যান্ডের কাছে আমাদের হোটেলে। । এই নদীর উপর রয়েছে একটি বাঁধ (ঙ্গথদ্ব)। বর্ষাকালে এই নদী বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে ওঠে। আর এখন একটি শীর্ণকায় নদী। নদীর পারে নদী বাঁধের পাশে কিছুটা সময় কাটাতে খারাপ লাগবে না। এখানে রয়েছে ভারত সেবাশ্রমের একটি বিশাল এলাকা জুড়ে আশ্রম। ভারত সেবাশ্রমে আড়াইশোরও বেশী ছোটো ছোটো দুঃস্থ শিশুরা পড়াশোনা করে। রয়েছে একটি অপূর্ব সুন্দর মন্দির। বিকেল থেকে সন্ধ্যা আড়তি পর্যন্ত এখানে বসতে ভালোই লাগবে। বালুরঘাটে রয়েছে একটা সুন্দর স্টেডিয়াম, যেখানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলার খেলাধুলা পরিচালনা করে। স্টেডিয়ামটি সুন্দর সবুজ মখমলের মতো ঘাসের চাদরে মোরা। শহর থেকে ২০ কিমি দূরে হিলি স্থল বন্দর। ইচ্ছে ছিলো হিলি বর্ডার ঘুরে আসা। তাই আমরা বাসে করে হিলি সীমান্ত বন্দরের উদ্দেশ্যে বাসে করে রওনা হই। মাত্র ৪০ মিনিটেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাই। বি এস এফের কড়া পাহাড়া রয়েছে এখানে। ওদের অনুমতি নিয়ে কিছুটএগি গিয়ে সীমান্তের ওপারের বাংলাদেশের ছবি তুলে নিয়েছি। বালুরঘাট থেকে হিলি সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ২৭ কিমি। বাসে সময় লাগে ৫০ মিনিট মতো। বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেললাইনের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। আশা করা যায় আগামী এক বছরের মধ্যে রেলপথ চালু হয়ে যাবে। আমরা গত ৬ মার্চ শিয়ালদহ বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেনে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে উঠে পরি। রেলপথে দূরত্ব ২২১ কিমি সময় লাগে প্রায় ৮ ঘন্টা। হাওড়া, শিয়ালদহ এবং কোলকাতা - তিন স্টেশন থেকেই বালুরঘাটের এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে। এছাড়াও রয়েছে কোলকাতা থেকে অনেক উত্তর বঙ্গ গামী সরকারি, বেসরকারি বাস। বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন অনেক হোটেল রয়েছে। ভাড়া সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই।